দেহইয়া (রাঃ) তাহাদিগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের প্রতিনিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইবার পর তিনি পনের দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না। পনের দিন পর তাহারা পুনরায় তাহার খেদমতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া ডাকিলেন এবং বলিলেন, তোমরা তোমাদের গভর্নরের নিকট যাইয়া বলিয়া দাও যে, অদ্য রাত্রে আমার রব্ব তাহার রব্বকে কতল করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহারা চলিয়া গেল এবং যাইয়া গভর্নরের নিকট সব কথা ব্যক্ত করিল। গভর্নর বলিল, উক্ত রাত্রির তারিখ দেখিয়া রাখ। তারপর বলিল, তোমরা তাহাকে কেমন দেখিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা তাঁহার ন্যায় সহজ–সরল ও নরম প্রকৃতির বাদশাহ আর দেখি নাই। তিনি সাধারণ লোকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করেন। কোন ভয় করেন না। সাদাসিধা ও সাধারণ পোশাক পরিধান করেন। তাঁহার কোন পাহারাদার নাই। লোকেরা তাঁহার সম্মুখে উচ্চ আওয়াজে কথা বলে না। হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, তারপর খবর আসিল যে, উক্ত রাত্রেই কিসরাকে কতল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ 'মুকাওকেসের' নিকট পত্র

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দে কারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাতেব ইবনে আবি বাল্‌তাআহ (রাঃ)কে আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকেসের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র লইয়া তাহার নিকট পৌঁছিলে সে পত্র মুবারককে চুম্বন করিল এবং হযরত হাতেব (রাঃ)কে যথোচিত সম্মান করিল। তাহার উত্তমরূপে মেহমানদারী করিল। বিদায়ের সময় তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করিল এবং তাহার হাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য

একজোড়া কাপড়, জিনসহ একটি খচ্চর ও দুইজন বাঁদী হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করিল। বাঁদী দুইজনের একজন (হযরত মারিয়া কিবতিয়াহ (রাঃ), যিনি পরবর্তীকালে) হযরত ইবরাহীম (ইবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মাতা হইয়াছিলেন এবং অপরজনকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস আবদী (রাঃ)কে দান করিয়াছিলেন।

হযরত হাতেব ইবনে আবি বাল্‌তাআহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকেসের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র লইয়া তাহার নিকট পৌঁছিলে সে আমাকে তাহার আপন মহলে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। তারপর সে তাহার সকল পাদ্রীগণকে সমবেত করিয়া আমাকে ডাকিল এবং বলিল, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আশা করি, তুমি আমার কথা ভালভাবে বুঝিয়া লইবে। আমি বলিলাম, যাহা ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পার। সে বলিল, আচ্ছা বল, তোমার হযরত কি নবী নহেন? আমি বলিলাম, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল। সে বলিল, যদি তিনি এমনই হইয়া থাকেন তবে তাঁহার কাওম যখন তাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল তখন তিনি তাহাদের জন্য বদদোয়া কেন করিলেন না? হযরত হাতেব (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, তুমি কি হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দাও না? সে বলিল, নিশ্চয়! আমি বলিলাম, তবে তাঁহার কাওম যখন তাঁহাকে ধরিয়া শূলী দিতে চাহিল তখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার বদদোয়া কেন করিলেন না? বরং আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নিলেন। (আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া) সে বলিল, তুমি অত্যন্ত বিজ্ঞ লোক, বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছ। আমি তোমার হাতে কিছু উপঢৌকন (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর জন্য প্রেরণ করিতেছি এবং তোমার সঙ্গে একজন

www.BANGLAKITAB.com

প্রহরীও দিতেছি, যে তোমাকে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌছাইয়া আসিবে।

হযরত হাতেব (রাঃ) বলেন, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তিনটি বাঁদী দিল। তন্মধ্যে একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাঃ)এর মা হইয়াছিলেন। অপর একজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)কে দান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও শাহ মুকাওকেস আরো কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ও বিশেষ জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল।

নাজরানবাসীদের প্রতি পত্র

আব্দে ইয়াসু' এর দাদা পূর্বে ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ছিলেন পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, সূরায়ে তোয়াসীন—সুলাইমান (অর্থাৎ সূরায়ে নামল) নাযিল হইবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীদের নিকট (নিম্নরূপ) পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

(অর্থাৎ সূরায়ে নাম্‌ল এর মধ্যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রাদির শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পত্র যেহেতু উক্ত সূরা নাযিল হইবার পূর্বে লেখা হইয়াছে সেহেতু ইহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' না লিখিয়া অন্যরূপ লিখিয়াছেন।)

(হযরত) ইবরাহীম, (হযরত) ইসহাক এবং (হযরত) ইয়াকুব (আলাইহিমুস সালাম)এর পরওয়ারদিগারের নামে আরম্ভ করিতেছি।

আল্লাহর রাসূল ও নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে নাজরানের সকল পাদ্রীগণ এবং সকল অধিবাসীদের নামে। তোমরা শান্তিতে থাক। আমি তোমাদের নিকট (হযরত) ইবরাহীম, (হযরত) ইসহাক এবং (হযরত) ইয়াকুব (আলাইহিমুস সালাম)এর পরওয়ারদিগারের প্রশংসা করিতেছি।

আম্মাবা'দ, আমি তোমাদিগকে এই আহবান জানাইতেছি যে, বান্দাদের এবাদত পরিত্যাগ করিয়া তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং মানুষের সহিত বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর বন্ধুত্ব গ্রহণ কর। যদি তোমরা ইহা অস্বীকার কর তবে জিযিয়া (অর্থাৎ কর) প্রদান কর। আর যদি ইহাও অস্বীকার কর তবে আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি। ওয়াস্‌সালাম।

পাদ্রীর নিকট এই পত্র পৌঁছিলে সে উহা পাঠ করিয়া ঘাবড়াইয়া গেল এবং অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে (তৎক্ষণাৎ) শুরাহ বীল ইবনে ওদাআহ নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইল। এই ব্যক্তি হামদান নিবাসী ছিল। কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে তাহাকেই সর্বপ্রথম পরামর্শের জন্য ডাকা হইত। তাহার পূর্বে আইহাম, সাইয়েদ বা আকেব এই ধরনের কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে ডাকা হইত না।

অতএব শুরাহবীল উপস্থিত হইলে পাদ্রী তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র দিল। সে উহা পড়িয়া শেষ করিলে পাদ্রী বলিল, হে আবু মারইয়াম, তোমার অভিমত কি? শুরাহবীল বলিল, তুমি ত জান যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তিনি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করিবেন। ইনিই হয়ত সেই ব্যক্তি। আমি নবুওয়াতের ব্যাপারে কোন রায় দিতে পারিব না। যদি দুনিয়াবী কোন বিষয় হইত তবে আমি তোমাকে কোন পরামর্শ দিতাম এবং তোমার জন্য চেষ্টা করিতাম। পাদ্রী বলিল, তুমি এক পার্শ্বে সরিয়া বস। সুতরাং শুরাহবীল সরিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া বসিল। অতঃপর পাদ্রী নাজরানের হিম্‌ইয়ার গোত্রের যি আসবাহ শাখার বিশিষ্ট ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে শুরাহবীলকে ডাকাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাঠ করিয়া শুনাইল এবং এই ব্যাপারে তাহার রায় জিজ্ঞাসা করিল। সেও শুরাহবীল ইবনে ওদাআহ এর ন্যায় উত্তর দিল। পাদ্রী বলিল, তুমি এক পার্শ্বে সরিয়া বস। সুতরাং আবদুল্লাহ এক পার্শ্বে

www.BANGLAKITAB.com

সরিয়া বসিল। অতঃপর পাদ্রী নাজরানের বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রের শাখা বনুল হিমাসের জাব্বার ইবনে ফয়েয নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাঠ করিয়া শুনাইল এবং এই ব্যাপারে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিল। সেও শুরাহবীল ও আবদুল্লাহর ন্যায় মতামত ব্যক্ত করিল। পাদ্রী তাহাকেও এক পার্শ্বে সরিয়া বসিতে বলিলে সে এক পার্শ্বে যাইয়া বসিল। অতঃপর পাদ্রী যখন দেখিল ইহারা সকলেই এই ব্যাপারে একমত হইয়াছে তখন পাদ্রীর হুকুমে ঘন্টা বাজান হইল, আগুন জ্বালান হইল এবং গির্জার উপর চটের পতাকা উড়ান হইল। দিনের বেলায় কোন ভয়-ভীতি বা সঙ্কট দেখা দিলে সাধারণতঃ এরূপ করা হইত। রাত্রিকালে এরূপ পরিস্থিতিতে গির্জায় ঘন্টা বাজান হইত এবং আগুন জ্বালান হইত।

গীর্জায় ঘন্টা বাজান ও আগুন জ্বালাইবার পর নাজরান উপত্যকার সকল লোক গির্জা প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইল। নাজরান উপত্যকা একজন দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ারের একদিনের পথ সমান লম্বা ছিল। উহাতে তিয়াত্তরটি গ্রাম এবং সমগ্র উপত্যকায় যুদ্ধবাজ সিপাহীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। পাদ্রী সমবেত সকলের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রপাঠ করিয়া শুনাইল এবং এই ব্যাপারে তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ একমত হইয়া বলিল, শুরাহবীল ইবনে ওদাআহ হামদানী, আবদুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল আসবাহী ও জাব্বার ইবনে কয়েস হারেসী এই তিনজনকে পাঠান হউক এবং তাহারা যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া আসিবেন। অতএব প্রতিনিধিদল রওয়ানা হইয়া যখন মদীনায় পৌঁছিল তখন তাহারা সফরের পোশাকাদি খুলিয়া স্বর্ণের আংটি ও দীর্ঘ বহরযুক্ত কারুকার্য করা ইয়ামানী পোশাক পরিধান করিল এবং মাটির উপর কাপড় হেঁচড়াইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম করিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সালামের জবাব দিলেন না। তাহারা সারাদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিল, কিন্তু তিনি এই পোশাক ও স্বর্ণের আংটি পরিধানের দরুন তাহাদের সহিত কোন কথা বলিলেন না। নিরুপায় হইয়া তাহারা পূর্ব পরিচিত হযরত ওসমান ইবনে আফফান ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর নিকট গেল। সেখানে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা বলিল, হে ওসমান, হে আবদুর রহমান, তোমাদের নবী আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন এবং আমরা পত্র পাইয়া এখানে আগমন করিয়াছি। আমরা তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন না। সারাদিন আমরা তাঁহার সহিত কথা বলিবার সুযোগ তালাশ করিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগকে কোন সুযোগই দিলেন না। আমরা তো ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন তোমাদের কি রায়? আমরা কি ফিরিয়া যাইব? হযরত ওসমান ও হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুল হাসান, ইহাদের সম্পর্কে আপনার কি রায়? হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার মনে হয় তাহারা এই সকল পোশাকাদি ও স্বর্ণের আংটি খুলিয়া তাহাদের সফরের পোশাক পরিধান করতঃ পুনরায় খেদমতে উপস্থিত হউক।

সুতরাং তাহারা পোশাক পরিবর্তন করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সালাম করিল। তিনি তাহাদের সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আমাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা যখন প্রথমবার আমার নিকট আসিয়াছিল তখন ইবলীসও তাহাদের সঙ্গে ছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহারাও বিভিন্ন প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা প্রশ্ন করিল যে, আপনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

www.BANGLAKITAB.com

সম্পর্কে কি বলেন? কারণ আমরা যেহেতু ঈসায়ী (খৃষ্টান) এবং আমরা আমাদের কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইব। অতএব আপনি যদি নবী হইয়া থাকেন তবে আপনার মুখে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কিছু শুনিয়া গেলে আমরা খুশী হইতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ তো আমার নিকট তাঁহার সম্পর্কে তেমন কোন তথ্যাবলী নাই, তোমরা আজ অপেক্ষা কর। আমার রব্ব হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আমাকে যাহা কিছু বলিবেন আমি তোমাদিগকে জানাইব। পরদিন সকালে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিবেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ ..... الْكٰذِبِيْنَ .

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়। তাঁহাকে মাটি দ্বারা তৈয়ার করিলেন, তৎপর তাহাকে বলিলেন, হইয়া যাও, তখনই হইয়া গেলেন। এই বাস্তব ঘটনা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে, সুতরাং আপনি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। অতএব, যে ব্যক্তি ঈসা সম্বন্ধে আপনার সহিত বিতর্ক করে আপনার নিকট সত্য সংবাদ আসিবার পর, তবে আপনি বলিয়া দিন, আস আমরা ডাকিয়া লই আমাদের সন্তানগণকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে, আর আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের নিজেদেরকে ও স্বয়ং তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা সমবেতভাবে দোয়া করি এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহর লানত (অভিসম্পাত) করি যাহারা মিথ্যাবাদী।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদিগকে এই আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন তখন) তাহারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এইরূপ কথা মানিতে অস্বীকৃতি জানাইল (এবং মোবাহালা অর্থাৎ পরস্পর অভিসম্পাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।) অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদিন হযরত হাসান

ও হযরত হুসাইন (রাঃ)কে আপন চাদরে জড়াইয়া লইয়া মোবাহালার উদ্দেশ্যে চলিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন পিছন চলিতেছিলেন। (তাঁহার বিবিগণের মধ্যে কাহাকেও এই মোবাহালাতে শরীক করেন নাই) অথচ সে সময় তাঁহার একাধিক বিবি ছিলেন।

শুরাহবীল (এই অবস্থা দেখিয়া) তাহার সঙ্গীগণকে বলিল, তোমরা জান, আমাদের উপত্যকার উপর নীচের সমস্ত লোক যখন কোন বিষয়ে সমবেত হয় তখন তাহারা একমাত্র আমার সিদ্ধান্তের উপরই নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। খোদার কসম, আমি বড় কঠিন সমস্যা দেখিতেছি। খোদার কসম, যদি বাস্তবিকই এই ব্যক্তি ক্ষেপিয়া যায় তবে আরব জাতির মধ্যে আমরাই প্রথম তাহার চোখের কাঁটা হইব এবং সর্বপ্রথম আমরাই তাহার বিরুদ্ধাচারী সাব্যস্ত হইব। আর তখন তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের অন্তর হইতে আমাদের প্রতি এই ক্ষোভ ততক্ষণ দূর হইবে না যতক্ষণ তাহারা আমাদিগকে সমূলে শেষ করিয়া না দিবে। আর সমগ্র আরবের মধ্যে আমরাই তাহাদের নিকটতম প্রতিবেশী। আর যদি এই ব্যক্তি প্রেরিত নবী হইয়া থাকেন এবং আমরা তাহার সহিত মোবাহালা করি তবে যমীনের বুকে আমাদের চুল ও নখ কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, সবই ধ্বংস হইয়া যাইব। শুরাহবীলের এই বক্তব্য শুনিয়া তাহার সঙ্গীদ্বয় বলিল, হে আবু মারইয়াম, এখন আপনার অভিমত কি? সে বলিল, আমার অভিমত হইল, তাঁহার উপরই ফয়সালার ভার ন্যাস্ত করি। কারণ আমার বিশ্বাস এই ব্যক্তি কখনও মাত্রাতিরিক্ত কিছু ফয়সালা করিবেন না। সঙ্গীদ্বয় বলিল, আপনার যেমন ইচ্ছা হয় করুন। অতএব শুরাহবীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আপনার সহিত মোবাহালা (অর্থাৎ পরস্পর অভিসম্পাত) অপেক্ষা একটি উত্তম পন্থা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? সে বলিল, (আমরা আপনার সহিত সন্ধি করিব। অতএব) আপনি অদ্যরাত্রি চিন্তা করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আমাদের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবেন আমরা তাহা মানিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু তোমার কাওমের লোকেরা যদি উহা না মানে এবং আপত্তি করে? শুরাহবীল বলিল, আপনি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। সুতরাং তিনি তাহার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, আমাদের উপত্যকার সকলেই শুরাহবীলের কথাকে মনেপ্রাণে মান্য করিয়া চলে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া গেলেন এবং মোবাহালা করিলেন না। অবশেষে পরদিন সকালবেলা তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে নিম্নরূপ চুক্তিপত্র লিখিয়া দিলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইহা সেই চুক্তিপত্র যাহা আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাজরানবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন। তাহাদের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ফয়সালা এই যে, সকল প্রকার ফলপাকড়, সোনা, রূপা ও গোলাম ইত্যাদি সবই তাহাদের নিকট থাকিবে। আর ইহা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ। তবে এই সকলের বিনিময়ে তাহারা দুই হাজার বস্ত্রজোড়া প্রদান করিবে। এক হাজার জোড়া প্রত্যেক রজব মাসে এবং এক হাজার জোড়া প্রত্যেক সফর মাসে প্রদান করিবে।'

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বাকী শর্তসমূহও উল্লেখ করিয়াছেন। আল বিদায়াহ গ্রন্থে উক্ত শর্তসমূহের পর ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হযরত গায়লান ইবনে আমর, বনু নযীর গোত্রের হযরত মালেক ইবনে আওফ, হযরত আকরা' ইবনে হারেস হানযালী ও হযরত মুগীরাহ (রাঃ) উক্ত চুক্তিপত্রে সাক্ষী হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিপত্র লিখিয়া তাহাদিগকে দিলেন। তাহারা উহা লইয়া নাজরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল।

তাহারা যখন নাজরানে পৌঁছিল তখন সেখানে পাদ্রীর নিকট আবু আলকামা বশীর ইবনে মুআবিয়া নামক একই মায়ের ঘরের তাহার এক চাচাত ভাই উপস্থিত ছিল। প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক লিখিত চুক্তিপত্র পাদ্রীর নিকট দিল। পাদ্রী ও তাহার ভাই বশীর উটের পিঠে পথ চলিতেছিলেন। পাদ্রী আরোহন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই চুক্তিপত্র পাঠ করিতে লাগিলে হঠাৎ বশীরের উট তাহাকে লইয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।বশীর ইহাতে কোনরূপ ইশারা ইঙ্গিত ব্যতিরেকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট নাম উচ্চারণ করিয়া বদদোয়া করিল। পাদ্রী বলিল, খোদার কসম, তুমি একজন প্রেরিত নবীকে বদদোয়া করিয়াছ। বশীর (পাদ্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া) বলিয়া উঠিল, যদি সত্যই তিনি নবী ও রাসূল হইয়া থাকেন তবে খোদার কসম, আল্লাহর রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আমি আমার উটের পিঠে বাঁধা হাওদার একটা গিরাও খুলিব না। এই বলিয়া সে তাহার উটের মুখ মদীনার দিকে ঘুরাইয়া দিল। পাদ্রীও আপন উটের মুখ তাহার দিকে ঘুরাইল এবং বলিল, তুমি আমার কথার অর্থ তো বুঝিতে চেষ্টা কর। আমার এই কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমার কথাটা আরব (মুসলমান)দের নিকট পৌঁছিয়া যাক। কারণ আমার ভয় হইতেছিল যে, তাহারা আবার এমন মনে না করে যে, আমরা (তাহার নবুওয়াতকে অস্বীকার করিয়া) তাহার প্রাপ্য হক বা মর্যাদা কাড়িয়া লইয়াছি। তুমি কি মনে কর যে, আমরা তাহার এই (নবুওয়াতের) দাবীকে সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইয়াছি? আর সমগ্র আরব (অমুসলমানগণ) যে ব্যাপারে নতি স্বীকার করে নাই আমরা কি সেই বিষয়ে এই ব্যক্তির সম্মুখে নতি স্বীকার করিয়াছি? অথচ আমরা সমগ্র আরব (অমুসলমান) অপেক্ষা মর্যাদায় ও ঘর বসতি হিসাবে অনেক বেশী।'

বশীর বলিল, না, খোদার কসম, তোমার মস্তিষ্ক হইতে নির্গত এখনকার এই কথা আমি কখনও মানিব না। অতঃপর সে পাদ্রীকে

WWW.BANGLAKITAB.COM

পিছনে ফেলিয়া তাহার উটকে জোরে হাঁকাইল এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল—

اِلَيْكَ تَغْدُوْ قَلِقًا وَ ضِيْنُهَا - مُعْتَرِضًا فِى بَطْنِهَا جَنِيْنُهَا -
مُخَالِفًا دِيْنَ النَّصَارٰى دِيْنُهَا -

অর্থ ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমার এই উট আপনারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। (দ্রুতগতিতে চলার দরুন) উহার লাগাম দুলিতেছে এবং উহার পেটে বাচ্চা আড় হইয়া পড়িয়া আছে। উহার (অর্থাৎ উহার আরোহীর) দ্বীন নাসারাদের দ্বীনের বিপরীত হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি কোন এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, নাজরানের সেই প্রতিনিধিদল ইবনে আবি শিমার যাবীদী সন্ন্যাসীর নিকট পৌঁছিল। সন্ন্যাসী তাহার গির্জার উপর এবাদতখানায় ছিল। প্রতিনিধিদল তাহাকে বলিল, তেহামা (অর্থাৎ মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী) এলাকায় একজন নবী প্রেরিত হইয়াছেন। অতঃপর তাহাদের (নাজরানবাসীদের) পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁহার পক্ষ হইতে মুবাহালার প্রস্তাব ও তাহাদের উহাতে অস্বীকৃতি এবং বশীর ইবনে মুআবিয়ার ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি সকল ঘটনা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। সন্ন্যাসী সকল ঘটনা শুনিয়া বলিল, আমাকে তোমরা এই গির্জা হইতে নামাও, নতুবা আমি নিজেকে এই গির্জা হইতে মাটিতে নিক্ষেপ করিব।

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং লোকেরা তাহাকে নিচে নামাইয়া আনিল। অতঃপর সে উপহারস্বরূপ কিছু জিনিস লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিল। তাহার আনিত উপহারের মধ্যে একটি চাদর, একটি পেয়ালা ও একটি লাঠি ছিল। উক্ত

চাদরখানাই পরবর্তীকালে খলীফাগণ ব্যবহার করিতেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অবস্থান করিল। ওহী নাযিল হইলে সে উহা মনোযোগ সহকারে শুনিত, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করা তাহার ভাগ্যে জুটিল না। সে অতিসত্বর পুনরায় ফিরিয়া আসিবার ওয়াদা করিয়া কাওমের নিকট ফিরিয়া গেল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পূর্বে দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসাও তাহার ভাগ্যে হইল না।

পাদ্রী আবুল হারেসও সাইয়্যেদ ও আকেব সহ তাহার কাওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আগমন করিয়াছিল। তাহারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকিয়া যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করিতেন তাহা মনোযোগ সহকারে শুনিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য ও তাহার পরবর্তী নাজরানের অন্যান্য পাদ্রীদের জন্য নিম্নে বর্ণিত এই আদেশনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন—

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে পাদ্রী আবুল হারেস ও নাজরানের অপরাপর পাদ্রী সহ সকল জ্যোতিষী ও সন্ন্যাসীদের জন্য (এই অঙ্গীকারপত্র লিখিত হইল)।

তাহাদের আয়ত্বাধীন কম বা বেশী সকল জিনিস তাহাদেরই নিকট থাকিবে। তাহাদের সকলের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পানাহ। কোন পাদ্রী বা জ্যোতিষী বা সন্ন্যাসীকে তাহার পদমর্যাদা হইতে সরানো যাইবে না। তাহাদের কোন অধিকার, ক্ষমতা বা কোন পদমর্যাদা হরণ করা যাইবে না। তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের এই পানাহ বা আশ্রয় ততদিন বলবৎ থাকিবে যতদিন তাহারা সঠিকভাবে চলিতে থাকিবে এবং মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করিতে থাকিবে। তাহাদের উপর কেহ জুলুম করিবে না, আর তাহারাও কাহারো উপর জুলুম করিবে না।"

www.BANGLAKITAB.com

হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) এই পত্র লিখিয়াছিলেন। (বিদায়াহ)

বকর ইবনে ওয়ায়েলের প্রতি পত্র

হযরত মারসাদ ইবনে যিবইয়ান (রাঃ) বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পৌঁছিল। কিন্তু পত্রখানি পাঠ করিবার মত কেহ আমাদের মধ্যে ছিল না। অবশেষে যাবীআহ গোত্রের এক ব্যক্তি আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইল। (পত্রখানি নিম্নরূপ ছিল)

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে বক্‌র ইবনে ওয়ায়েলের প্রতি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা লাভ করিবে।" (আহমদ)

বনু জুযামার প্রতি পত্র

হযরত মা'বাদ জুযামী (রাঃ) বলেন, হযরত রিফাআহ ইবনে যায়েদ জুযামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন যাহার বিষয়বস্তু এইরূপ ছিল ঃ

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিফাআহ ইবনে যায়েদের জন্য এই পত্র লিখিয়াছেন। আমি তাহাকে নিজ কাওম ও তাহাদের মধ্যে গণ্য হয় এমন সকলকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করিতেছি। যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করিবে সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দলভুক্ত হইবে। আর যে অস্বীকার করিবে তাহাকে দুইমাস কাল সময় দেওয়া হইল।"

হযরত রিফাআহ (রাঃ) এই পত্র লইয়া কাওমের নিকট আসিলে তাহারা সকলেই তাহার কথা স্বীকার করিয়া লইল। (তাবারানী)

নবী করীম (সাঃ)এর সেই সকল আখলাক ও আমলের ঘটনা যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে

ইহুদী আলেম যায়েদ ইবনে সু'নার ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন যায়েদ ইবনে সু'নাকে হেদায়াত দান করিতে চাহিলেন তখন যায়েদ ইবনে সু'না আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই আমি নবুওয়াতের সকল নিদর্শন উহাতে বিদ্যমান পাইয়াছি। কিন্তু দুইটি বিষয় এখনও অবগত হইতে পারি নাই। এক—নবীর ধৈর্য তাঁহার মূর্খতার উপর প্রবল হইবে। দুই—তাঁহার সহিত যতই মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা হইবে ততই তাঁহার ধৈর্য বৃদ্ধি পাইবে।

হযরত যায়েদ ইবনে সু'না (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ছিলেন। এমন সময় তাঁহার নিকট একজন উষ্ট্রারোহী আসিল। লোকটি দেখিতে বেদুইন মনে হইতেছিল। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গ্রামে অমুক গোত্রে আমার কিছু সঙ্গী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদের রিযিক বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এখন সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। মোটেই বৃষ্টি হইতেছে না। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তাহারা যেমন (রিযিকের) লোভে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার লোভের কারণে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া না যায়। আপনি যদি সমীচীন মনে করেন তবে তাহাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়ানো ব্যক্তির প্রতি তাকাইলেন। আমার মনে হয় তিনি হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন। উক্ত ব্যক্তি (এই দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিয়া) বলিলেন,

WWW.BANGLAKITAB.COM

ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই মালামালের কিছুই তো এখন আর অবশিষ্ট নাই।

হযরত যায়েদ ইবনে সু'না (রাঃ) বলেন, আমি তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, আপনি এখনই নগদ মূল্য গ্রহণ করিয়া অমুকের বাগানের এত পরিমাণ খেজুর এই মেয়াদে পরিশোধের শর্তে আমার নিকট বিক্রয় করিবেন কি? তিনি বলিলেন, অমুকের বাগান বলিয়া কোন বাগান নির্দিষ্ট করিও না। আমি বলিলাম, ঠিক আছে, তাহাই হইবে। অতএব তিনি বিক্রয়ে সম্মত হইলে আমি আমার থলি খুলিয়া আশি মিসকাল স্বর্ণ তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা আগত সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে দিয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা তাহাদের সাহায্য কর এবং তাহাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিও।

হযরত যায়েদ ইবনে সু'না (রাঃ) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদের দুই তিন দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবাদের সঙ্গে বাহির হইয়া একটি জানাযার নামায পড়াইলেন। নামাযের পর তিনি যখন একটি দেয়ালের পাশে বসিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন আমি তাঁহার বুকের জামা ও চাদর ধরিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিলাম এবং বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি আমার পাওনা পরিশোধ করিবেন না? খোদার কসম, তোমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশ শুধু টালবাহানাই করিতে শিখিয়াছ। তোমাদের সঙ্গে চলিয়া এই ব্যাপারে আমার খুব শিক্ষা হইয়াছে। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িতেই লক্ষ্য করিলাম যে, (ক্রোধে) তাহার চক্ষুদ্বয় গোল আকাশের ন্যায় ঘুরপাক খাইতেছে। তিনি আমার প্রতি চোখ পাকাইয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, 'ওরে খোদার দুশমন, তুই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কথা বলিতেছিস যাহা আমি শুনিতেছি? আর তাঁহার সহিত এমন ব্যবহার করিতেছিস যাহা আমি দেখিতেছি? সেই পাক যাতের কসম, যাহার

কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের আদবের কথা চিন্তা না করিতাম তবে এখনি আমার তলোয়ার দ্বারা তোর গর্দান উড়াইয়া দিতাম।'

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত শান্তসৌম্য দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং (হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা শুনিয়া) বলিলেন, হে ওমর! আমার ও তাহার ইহা অপেক্ষা অন্যকিছুর অধিক প্রয়োজন ছিল। আমাকে তুমি উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধের কথা বলিতে এবং তাহাকে সুন্দরভাবে দাবী জানাইতে বলিতে। হে ওমর, তাহাকে লইয়া যাও এবং তাহার পাওনা দিয়া দাও। আর যেহেতু তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়াছ সেইজন্য বিশ সা' খেজুর অতিরিক্ত দিবে।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে লইয়া গেলেন এবং আমার পাওনা হক দিবার পর অতিরিক্ত আরো বিশ সা' খেজুর আমাকে দিলেন। আমি বলিলাম, হে ওমর! এই অতিরিক্তগুলি কেন দিলেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেহেতু তোমাকে ভয় দেখাইয়াছি সেহেতু এই অতিরিক্ত খেজুর যেন প্রদান করি। আমি বলিলাম, হে ওমর! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না। বলিলাম, আমি যায়েদ ইবনে সু'না। তিনি বলিলেন, ইহুদীদের সেই বড় আলেম? আমি বলিলাম, হাঁ, সেই বড় আলেম। তিনি বলিলেন, (এত বড় আলেম হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এইরূপ আচরণ কেন করিলে? তাঁহাকে এইরূপ কথা কেন বলিলে? আমি বলিলাম, হে ওমর! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই উহার মধ্যে নবুওয়াতের সকল নিদর্শন চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু দুইটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হইতে পারি নাই। এক—নবীর ধৈর্য তাঁহার মূর্খতার উপর প্রবল হইবে। দুই—তাঁহার সহিত যতই মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা হইবে ততই

www.BANGLAKITAB.com

তাঁহার ধৈর্য বৃদ্ধি পাইবে। আর এই দুইটাই আমি এখন পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। হে ওমর, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি রব্ব হিসাবে আল্লাহর উপর, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম। আর আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি মদীনায় সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। সুতরাং আমার অর্ধেক মাল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র উম্মতের জন্য দান করিয়া দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সমগ্র উম্মতের পরিবর্তে উম্মতের কিছু অংশের জন্য বল, কারণ তোমার জন্য সমগ্র উম্মতকে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি বলিলাম, ঠিক আছে, উম্মতের কিছু অংশের জন্য দান করিলাম।

অতঃপর হযরত ওমর ও হযরত যায়েদ (রাঃ) সেখান হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলা–হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনিলেন, তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার হাতে বাইআত হইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বহু জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। অবশেষে তবূকের যুদ্ধে ফিরিবার পথে নহে বরং অগ্রসর হইবার কালে তিনি ইন্তেকাল করেন। 'আল্লাহ তায়ালা হযরত যায়েদের প্রতি রহমত নাযিল করুন।'

(তাবারানী)

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা
কোরাইশ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে
বাইতুল্লার যিয়ারতে বাধা প্রদান

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) ও হযরত মারওয়ান (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। পথে এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ গামীম নামক স্থানে কোরাইশদের একদল ঘোড় সওয়ারের সহিত খবর সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং তোমরা ডান দিকের পথে অগ্রসর হও। খোদার কসম, হযরত খালেদ (রাঃ) মোটেও টের পাইলেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম কাফেলা সহ তাহার মাথার উপর আসিয়া পৌছিয়াছেন। হঠাৎ (এই বিশাল) বাহিনীর ধুলাবালি উড়িতে দেখিয়া তিনি কোরাইশকে সাবধান করিবার জন্য ঘোড়া হাঁকাইলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিতে চলিতে মক্কাভিমুখী পথের বাঁকে উপনীত হইলেন। এই পর্যন্ত আসিবার পর (কাসওয়া নামক) তাঁহার বাহন বসিয়া পড়িল। লোকেরা হাল্ হাল্ বলিয়া উহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু উটনী বসিয়াই রহিল। লোকেরা বলিল, কাসওয়া জিদ ধরিয়াছে, কাসওয়া জিদ ধরিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাসওয়া জিদ ধরে নাই। জিদ ধরা তাহার স্বভাব নহে, বরং হস্তিবাহিনীর গতিরোধকারী সত্তা উহার গতিরোধ করিয়া দিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোরাইশগণ আমার নিকট যে কোন প্রস্তাব পেশ করিবে আমি তাহা মানিয়া লইব। অতঃপর তিনি উটনীকে তাড়া দিতেই উহা উঠিয়া দাঁড়াইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার রাস্তা হইতে সরিয়া হুদাইবিয়ার শেষপ্রান্তে একটি ঝরনার নিকট আসিয়া অবস্থান করিলেন। ঝরনার পানি খুবই কম

www.BANGLAKITAB.com

ছিল এবং অল্প অল্প বাহির হইতেছিল। সাহাবা (রাঃ) সকলেই সেই পানি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে কিছুক্ষণের মধ্যে পানি শেষ হইয়া গেল। অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পিপাসার কথা জানাইলেন। তিনি আপন তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, ইহাকে ঝরনার ভিতর গাড়িয়া দাও। খোদার কসম, উক্ত তীর গাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রবলবেগে পানি উঠিতে আরম্ভ করিল যে, সেখানে অবস্থানের শেষদিন পর্যন্ত উহা দ্বারা তাহারা পরিতৃপ্তির সহিত নিজেদের প্রয়োজন মিটাইতে থাকিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) হুদাইবিয়াতে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় বুদাইল ইবনে ওয়ারকা খুযায়ী তাহার কাওম খুযাআর একদল লোক লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তেহামাবাসীদের মধ্যে ইহারাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্খী। বুদাইল বলিল, আমি কা'ব ইবনে লুয়াই ও আমের ইবনে লুয়াই এর নিকট হইতে আসিয়াছি। তাহারা (অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া) হুদাইবিয়ার জলাশয়সমূহের নিকট অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং (দীর্ঘ সময়ের রসদ ব্যবস্থা হিসাবে) বাচ্চাসহ দুগ্ধবতী উটনী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং আপনাকে বাইতুল্লাহ হইতে বাধা প্রদান করিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা কাহারো সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমরা তো ওমরা করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। যুদ্ধ তো (এ যাবৎ) কোরাইশকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছে। তাহারা যদি রাজী হয় তবে আমি তাহাদের সহিত মেয়াদ নির্ধারণপূর্বক সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। উক্ত মেয়াদের মধ্যে তাহারা আমার ও লোকদের মাঝে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। (আমি লোকদিগকে দাওয়াত দিতে থাকিব।) যদি লোকদের উপর আমার বিজয় হয় (এবং তাহারা আমার দ্বীন গ্রহণ করিয়া লয়) তবে কোরাইশদের ইচ্ছা হয় তো তাহারাও সেই দ্বীন গ্রহণ করিয়া লইবে যাহা লোকেরা গ্রহণ

করিয়াছে। আর যদি আমি লোকদের উপর জয়যুক্ত না হই, (বরং লোকরাই আমার উপর জয়লাভ করে এবং আমাকে শেষ করিয়া দেয়) তবে তাহাদের আর কোন কষ্ট হইল না। কোরাইশগণ যদি এই সন্ধি প্রস্তাবে রাজী না হয় তবে সেই পাক যাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, শরীর হইতে আমার গর্দান (কাটিয়া) পৃথক হইয়া যাওয়া পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইব। আর আল্লাহর দ্বীন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

বুদাইল বলিল, আমি তাহাদিগকে আপনার কথা পৌঁছাইয়া দিব। অতঃপর সে কোরাইশের নিকট আসিয়া বলিল, আমরা এই ব্যক্তির (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিকট হইতে তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আসিয়াছি। তোমরা (শুনিতে চাহিলে) আমরা তাহা ব্যক্ত করিতে পারি। অদূরদর্শী ও নির্বোধ লোকেরা বলিল, তাঁহার কোন কথা শুনিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা বলিল, বল, তাঁহার কি কথা শুনিয়া আসিয়াছ? বুদাইল বলিল, আমরা তাঁহাকে এই এই কথা বলিতে শুনিয়াছি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা সবই ব্যক্ত করিল।

(বুদাইল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য শুনিবার পর সকলের মধ্য হইতে) ওরওয়া ইবনে মাসউদ দাঁড়াইয়া (উপস্থিত বয়স্কদের উদ্দেশ্যে) বলিল, হে আমার কাওম, তোমরা আমার পিতৃস্থানীয় নও কি? তাহারা বলিল, হাঁ, অবশ্যই। (কমবয়স্কদের উদ্দেশ্যে) বলিল, তোমরা আমার সন্তানতুল্য নও কি? তাহারা বলিল, হাঁ, অবশ্যই। ওরওয়া বলিল, তোমরা কি আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ কর? তাহারা বলিল, না। ওরওয়া বলিল, তোমাদের কি মনে নাই যে, আমি (একবার) তোমাদের সাহায্যের জন্য ওকায মেলায় সকলকে আহবান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা সাহায্য করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে আমি আমার পরিবার, আমার সন্তানগণ ও যাহারা আমার

www.BANGLAKITAB.com

কথা মান্য করিয়াছিল তাহাদিগকে লইয়া (তোমাদের সাহায্যে) আগাইয়া আসিয়াছিলাম? তাহারা বলিল, হাঁ, আমাদের মনে আছে। ওরওয়া বলিল, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের সামনে একটি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং আমাকে সুযোগ দাও, আমি তাহার সহিত আলোচনা করিয়া আসিব। লোকেরা বলিল, অবশ্যই যাও। অতএব ওরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুদাইলকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকেও তাহাই বলিলেন। অতঃপর ওরওয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আপনার কাওমকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন তবে আপনার পূর্বে আরবের আর কেহ এরূপ আপন কাওমকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, শুনিয়াছেন কি? আর যদি পরিস্থিতি ভিন্নরূপ হয় অর্থাৎ কুরাইশ জয়যুক্ত হয় তবে ত খোদার কসম, আমি আপনার সহিত তেমন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কাহাকেও দেখিতেছি না ; বরং আপনার চারিপার্শ্বে এদিক সেদিকের এমন সকল আজেবাজে লোকের ভীড় দেখিতেছি যাহারা যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই পলায়ন করিবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করিবে। (ওরওয়ার এই উক্তি শুনিয়া) হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তুই যাইয়া লাত দেবীর লজ্জাস্থান চোষণ কর? আমরা পলায়ন করিব? আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব? ওরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, ইনি আবু বকর। ওরওয়া বলিল, সেই পাক যাতের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমার প্রতি তোমার সেই এহসান যদি না হইত যাহার কোন প্রতিদান আমি তোমাকে দিতে পারি নাই, তবে অবশ্যই তোমার এই উক্তির জবাব দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, ওরওয়া কথা বলার সময় বারবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মুবারকে হাত লাগাইতে ছিল। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিয়া তরবারী হাতে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। ওরওয়া যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মুবারকের প্রতি হাত বাড়াইত তিনি তরবারীর হাতল দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া বলিতেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি হইতে তোমার হাত দূরে রাখ।' ওরওয়া মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে? লোকেরা বলিল, ইনি মুগীরা ইবনে শো'বা। ওরওয়া বলিল, ওরে গাদ্দার! আমি কি তোর সেই গাদ্দারির দায়দায়িত্ব এখনও বহন করিয়া বেড়াইতেছি না? (অর্থাৎ তুই যে খুন করিয়াছিলি উহার রক্ত–বিনিময় এবং মাল লুট করিয়াছিলি উহার ক্ষতিপূরণ কি আমি আজও আদায় করিতেছি না?) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) ইসলামের পূর্বে এক কাওমের লোকদের সহিত সফরে গিয়াছিলেন। পথে তাহাদিগকে খুন করিয়া তাহাদের মালামাল লুটিয়া লইলেন। তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তুমি যে মালামাল আনিয়াছ উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। (ওরওয়া তাহার কথায় এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিল।)

(এই সকল কথাবার্তার পর) ওরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। পরবর্তীকালে ওরওয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, খোদার কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন থুথু ফেলিতেন তখন কোন না কোন সাহাবী তাহা হাত পাতিয়া লইতেন এবং নিজ চেহারায় ও শরীরে উহা মাখিয়া লইতেন। তিনি কোন কাজের আদেশ করিলে সাহাবা (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করিতেন। তিনি যখন অযূ করিতেন তখন তাঁহার অযূর পানি লইবার জন্য তাহাদের মধ্যে এমন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত যে, লড়াইয়ের উপক্রম হইত। আর যখন তিনি কথা বলিতেন তখন তাহারা আপন কণ্ঠস্বরকে নীচু করিতেন এবং তাঁহাকে এরূপ তা'যীম করিতেন

www.BANGLAKITAB.com

যে, কেহ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইতেন না।

অতঃপর ওরওয়া আপন সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া যাইয়া বলিল, হে আমার কাওম, খোদার কসম, আমি বহু বাদশাহের দরবারে গিয়াছি, কায়সার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারেও গিয়াছি, খোদার কসম, আমি কোন বাদশাহের প্রতি তাহার দরবারীদের এরূপ তা'যীম করিতে দেখি নাই যেরূপ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি তাঁহার সাহাবাদের করিতে দেখিয়াছি। খোদার কসম, তিনি যখন থুথু ফেলেন তখন কোন না কোন সাহাবী তাহা হাত পাতিয়া লইয়া আপন চেহারা ও শরীরে মাখিয়া লয়। আর যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন তখন তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করে। যখন তিনি অযূ করেন তখন তাঁহার অযূর পানি লইবার জন্য তাহাদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তিনি যখন কথা বলেন, তাহারা আপন কণ্ঠস্বরকে নীচু করিয়া লয় এবং অত্যাধিক তা'যীমের দরুন তাহারা পূর্ণ দৃষ্টি উঠাইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইতে পারে না। অতএব তিনি তোমাদের নিকট উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তোমরা তাহা মানিয়া লও।

বনু কেনানার এক ব্যক্তি বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার সুযোগ দাও। কোরাইশগণ বলিল, যাও। সে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের কাছাকাছি পৌঁছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই লোকটি অমুক। তাহার গোত্রের লোকেরা কোরবানীর জানোয়ারকে অত্যন্ত সম্মান করে। অতএব তোমাদের কোরবানীর জানোয়ারগুলি তাহার সামনে লইয়া আস। সুতরাং কোরবানীর জানোয়ারগুলি তাহার সম্মুখে করিয়া দেওয়া হইল এবং লোকেরা তালবিয়া (অর্থাৎ লাব্বায়েক) পড়িতে আরম্ভ করিল। উক্ত ব্যক্তি এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, সুবহানাল্লাহ! ইহাদেরকে বাইতুল্লায় যাইতে বাধা দেওয়া উচিত নহে। অতঃপর সে আপন সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি দেখিয়া আসিয়াছি কোরবানীর জানোয়ারকে মালা পরানো হইয়াছে এবং উটের কুঁজকে (কোরবানীর চিহ্ন হিসাবে) যখম

করিয়া রক্ত মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইহাদিগকে বাইতুল্লায় যাইতে বাধা দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না। এমন সময় তাহাদের মধ্য হইতে মিকরায ইবনে হাফ্স নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আমাকে একটু তাহার নিকট হইয়া আসিতে দাও। লোকেরা বলিল, হইয়া আস। সে নিকটে পৌঁছিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই লোকটির নাম মিকরায। লোকটি নিতান্ত বদকার। মিকরায আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। এমন সময় সুহাইল ইবনে আমর আসিয়া উপস্থিত হইল।

বর্ণনাকারী মা'মার (রহঃ) বলেন, আইয়ুব (রহঃ) হযরত ইকরামা (রহঃ) হইতে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন সুহাইল ইবনে আমর আসিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার নাম দ্বারা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতঃ) বলিলেন, এইবার তোমাদের কাজ সহজ হইয়া গিয়াছে।

বর্ণনাকারী মা'মার (রহঃ) বলেন, ইমাম যুহরী (রহঃ) তাহার বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সুহাইল আসিয়া বলিল, আসুন, আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিখিয়া দিন। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখককে ডাকিলেন। তারপর বলিলেন, লেখ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সুহাইল বলিল, 'রাহমান' আবার কে? খোদার কসম, আমি তাহাকে জানি না। বরং 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' এইভাবে লিখুন, যেমন আপনি পূর্বে লিখিতেন। মুসলমানগণ বলিলেন, খোদার কসম, আমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ব্যতীত অন্য কিছু লিখিব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে, 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখিয়া দাও। তারপর বলিলেন, লেখ, 'ইহা সেই সন্ধিপত্র যাহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ফয়সালা করিয়াছেন।' সুহাইল বলিল, খোদার কসম, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলিয়া স্বীকার করিতাম তবে আপনাকে

www.BANGLAKITAB.com

বাইতুল্লায় যাইতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সহিত যুদ্ধও করিতাম না। বরং 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। যদিও তোমরা স্বীকার না কর। ঠিক আছে, 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখিয়া দাও।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু ইতিপূর্বে তাঁহার উটনী বসিয়া পড়িলে বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোরাইশগণ আমার নিকট যে কোন প্রস্তাব পেশ করিবে আমি তাহা মানিয়া লইব। সেহেতু তিনি তাহাদের এই সকল আপত্তিকর দাবী মানিয়া লইতে ছিলেন।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইলকে বলিলেন, (সন্ধির একটি শর্ত এই হইবে যে,) তোমরা আমাদিগকে বাইতুল্লার তওয়াফ করিতে বাধা দিবে না। সুহাইল বলিল, খোদার কসম, (এই বৎসর) আমরা আপনাকে বাইতুল্লায় যাইতে দিব না। কারণ ইহাতে সমগ্র আরবে প্রচারিত হইবে যে, আমাদিগকে জোরপূর্বক বাধ্য করা হইয়াছে। তবে আগামী বৎসর তওয়াফ করিতে পারিবেন। অতএব এই শর্ত লেখা হইল। অতঃপর সুহাইল বলিল, (এক শর্ত এই হইবে যে,) আমাদের যে কোন লোক আপনার নিকট পৌঁছিবে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরৎ দিবেন। যদিও সে আপনার দ্বীন গ্রহণ করিয়া থাকে। মুসলমানগণ বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! মুসলমান হইয়া আসিবার পরও তাহাকে কিভাবে মুশরিকদের নিকট ফেরৎ দেওয়া হইবে? এমন সময় সুহাইল ইবনে আমর এর পুত্র হযরত আবু জান্দাল (রাঃ) পায়ের শিকল টানিতে টানিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মক্কার নীচু এলাকায় বন্দী ছিলেন। সেখান হইতে কোন রকমে ছুটিয়া আসিয়া মুসলমানদের নিকট পৌঁছিলেন। সুহাইল বলিল, হে মুহাম্মাদ, সন্ধির এই শর্ত অনুযায়ী সর্বপ্রথম আমার এই লোক আপনি ফেরৎ দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা তো এখনও সন্ধিপত্র লেখা শেষ করি নাই। সুহাইল বলিল, খোদার কসম, তবে তো কখনও আপনার সহিত কোন সন্ধিই হইবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার খাতিরে ছাড়িয়া দাও। সুহাইল বলিল, আমি আপনার খাতিরে তাহাকে ছাড়িব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন করিও না, ছাড়িয়া দাও। সুহাইল বলিল, না, আমি ছাড়িতে পারিব না। মিকরায বলিল, আচ্ছা, আমরা আপনার খাতিরে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। আবু জান্দাল (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানগণ, আমি মুসলমান হইয়া আসা সত্ত্বেও আমাকে মুশরিকদের নিকট ফেরৎ দেওয়া হইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না, আমি কি নির্যাতন সহ্য করিতেছি? বাস্তবিকই তাহাকে আল্লাহর (দ্বীন গ্রহণের) কারণে অত্যাধিক নির্যাতন করা হইয়াছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি কি সত্য নবী নহেন? তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী। আমি বলিলাম, আমরা হকের উপর এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের উপর নহে কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়। আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নত হইয়া সন্ধি করিব? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাঁহার নাফরমানী করিতে পারি না। তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি বলিলাম, আপনি কি বলেন নাই যে, আমরা বাইতুল্লায় যাইয়া উহার তওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, অবশ্যই বলিয়াছি। কিন্তু আমি কি এই বৎসরই যাইব বলিয়াছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, না, তাহা বলেন নাই। তিনি বলিলেন, তুমি অবশ্যই বাইতুল্লায় যাইবে এবং উহার তওয়াফ করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলাম, হে আবু বকর! ইনি কি আল্লাহর সত্য নবী নহেন? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়! আমি বলিলাম, আমরা হকের

www.BANGLAKITAB.com

উপর এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের উপর নহে কি? তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে। আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা আপন দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নত হইয়া সন্ধি করিব? তিনি বলিলেন, ওহে শুন, তিনি আল্লাহর রাসূল, সুতরাং তিনি আপন রব্বের নাফরমানী করিতে পারেন না। তাঁহার রব্ব তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। তুমি তাঁহার ঘোড়ার পা–দানী মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। খোদার কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। আমি বলিলাম, তিনি কি বলেন নাই যে, আমরা বাইতুল্লায় যাইব এবং উহার তওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে, কিন্তু তিনি কি এই বৎসরই যাইবে বলিয়াছেন? আমি বলিলাম, না, তাহা বলেন নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি অবশ্যই বাইতুল্লায় যাইবে এবং উহার তওয়াফ করিবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এই দুঃসাহসিকতা ও বেয়াদবির কাফফারা স্বরূপ পরবর্তীতে বহু নেক আমল করিয়াছি।

বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)কে বলিলেন, উঠ, তোমরা কোরবানীর জানোয়ার জবাই কর এবং মাথা মুণ্ডন কর। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম, তাহাদের মধ্যে একজনও এ কাজের জন্য উঠিলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলার পরও কেহ উঠিল না বিধায় তিনি হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া লোকদের এই ব্যবহারে আপন পেরেশানীর কথা ব্যক্ত করিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি কি লোকদের দ্বারা উক্ত কাজ করাইতে চাহিতেছেন? তবে আপনি বাহির হউন এবং কাহারো সহিত কোন কথা না বলিয়া আপন কোরবানীর জানোয়ার জবাই করিয়া দিন এবং আপনার মাথা মুণ্ডনকারীকে ডাকিয়া নিজের মাথা মুণ্ডন করিয়া ফেলুন। অতএব তিনি বাহিরে আসিয়া কাহারো সহিত কোন কথা বলিলেন না এবং উক্ত কাজগুলি সমাধা করিলেন। নিজের কোরবানী জবাই করিলেন এবং মাথা মুণ্ডনকারীকে ডাকিয়া নিজ মাথা

মুণ্ডন করিলেন। সাহাবা (রাঃ) ইহা দেখিয়া নিজেদের কোরবানীর জানোয়ার জবাই করিলেন এবং পরস্পর একে অপরের মাথা মুণ্ডন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে তাহাদের অবস্থা এমন হইয়াছিল, যেন একে অপরকে কতল করিয়া ফেলিবেন।

অতঃপর (মক্কা হইতে) কতিপয় ঈমানদার মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। এই সকল মহিলাদের সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ .... بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ-

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের নিকট ঈমানদার নারীগণ হিজরত করিয়া আসে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লও। তাহাদের (প্রকৃত) ঈমান সম্পর্কে আল্লাহই ভালভাবে জানেন, অনন্তর যদি তাহাদিগকে ঈমানদার মনে কর, তবে তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফিরাইয়া দিও না, (কেননা) না এই নারীগণ ঐ কাফেরদের জন্য হালাল, আর না ঐ কাফেরগণ এই নারীদের জন্য হালাল ; আর ঐ কাফেরগণ যাহা কিছু ব্যয় করিয়াছে, তাহা তাহাদিগকে দিয়া দাও ; আর এই নারীদিগকে বিবাহ করাতে তোমাদের কোন গুনাহ হইবে না, যখন তোমরা তাহাদের মোহরানা তাহাদিগকে প্রদান কর ; আর তোমরা কাফের পত্নীদের সহিত সম্পর্ক কায়েম রাখিও না।

এই আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পূর্বেকার মুশরিকা দুই স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিলেন। অতঃপর তাহাদের দুইজনের একজনকে মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান ও অপরজনকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিবাহ করিলেন। (ইহারা দুইজন তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না।)

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরিয়া

www.BANGLAKITAB.com

আসিলেন। অতঃপর আবু বসীর নামক একজন কোরাইশী মুসলমান হইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। কোরাইশগণ তাহাকে ফেরৎ আনিবার জন্য দুইজন লোক পাঠাইল এবং বলিল, আপনার কৃত অঙ্গীকার পালন করুন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উক্ত দুই ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করিলেন। উভয়ে তাহাকে লইয়া রওয়ানা হইল এবং যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা থামিল। সেখানে নামিয়া তাহারা সঙ্গে আনিত খেজুর খাইতে লাগিল। আবু বসীর (রাঃ) তাহাদের একজনকে বলিলেন, হে অমুক, খোদার কসম, তোমার তরবারী তো আমার কাছে খুবই উত্তম মনে হইতেছে। ইহা শুনিয়া অপরজন উহা কোষমুক্ত করিয়া বলিল, হাঁ, খোদার কসম, ইহা অতি উত্তম তরবারী। আমি ইহাকে বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। হযরত আবু বসীর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে একটু দেখাও তো দেখি। লোকটি তাহার হাতে তরবারী দিল। তিনি উহা হাতে লইয়াই এমনভাবে কোপ মারিলেন যে, সে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া অপরজন ছুটিয়া মদীনায় আসিয়া উঠিল এবং দৌড়াইয়া মসজিদে প্রবেশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে দেখিয়া বলিলেন, লোকটি ভয়ানক কিছু দেখিয়াছে। অতঃপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া বলিল, খোদার কসম, আমার সঙ্গী কতল হইয়া গিয়াছে এবং আমিও কতল হইয়া যাইব। ইতিমধ্যে হযরত আবু বসীর (রাঃ)ও আসিয়া পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, খোদার কসম, আল্লাহ তায়ালা আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কারণ, আপনি আমাকে তাহাদের নিকট ফেরৎ দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার মায়ের সর্বনাশ হউক। এতো যুদ্ধ বাধাইবে। হায়, যদি কেহ তাহাকে সামলাইত। হযরত আবু বসীর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তি শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, (মক্কার লোকেরা

যদি তাহাকে আবারও ফেরৎ নিতে আসে তবে) তিনি তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন। অতএব তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এক জায়গায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) ও মক্কাবাসীদের হাত হইতে ছুটিয়া হযরত আবু বসীর (রাঃ)এর সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এইভাবে কোরাইশদের যে কেহই মুসলমান হইয়া পালাইতে সক্ষম হইত সে আসিয়া হযরত আবু বসীর (রাঃ)এর সহিত মিলিত হইত। অবশেষে তাহাদের এক বিরাট দল গড়িয়া উঠিল। খোদার কসম, সিরিয়ার পথে কোরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলার সংবাদ পাইলেই এইদলের লোকেরা তাহাদিগকে হত্যা করিত এবং তাহাদের মালামাল লুট করিয়া লইত। অবশেষে কোরাইশগণ নিজেরাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, আপনি তাহাদিগকে (মদীনায়) নিজের কাছে ডাকিয়া নিন। (যাহাতে তাহারাও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হইয়া রাস্তা নিরাপদ হইয়া যায়।) এখন হইতে যে কেহ আপনার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে সে নিরাপদ হইবে। (অর্থাৎ আমরা আর তাহাকে ফেরৎ লইব না।) অতএব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট লোক মারফৎ সংবাদ পাঠাইলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَهُوَالَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ .... اَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ .

অর্থ ঃ আর তিনি তাহাদের হস্ত তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হস্ত তাহাদের হইতে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন মক্কার সরেজমিনে, তাহাদিগকে তোমাদের আয়ত্তে আনিয়া দেওয়ার পর, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলী দেখিতেছেন। ইহারা ঐ লোক যাহারা কুফর করিয়াছে এবং তোমাদিগকে মসজিদে হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে

www.BANGLAKITAB.com

এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে বাধাদান করিয়াছে ; যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকিত, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা জানিতে না, অর্থাৎ তাহাদের নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকিত, যদ্দরুন তাহাদের কারণে অজ্ঞাতসারে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে, তবে সমস্ত ব্যাপারই চুকাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা এইজন্য করা হয় নাই, যেন আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে দাখিল করেন, যদি তাহারা (অর্থাৎ সেই মুসলমানগণ মক্কা হইতে) সরিয়া পড়িত, তবে আমি তাহাদের মধ্যকার কাফেরদিগকে যন্ত্রণাময় আযাব প্রদান করিতাম। যখন ঐ কাফেররা নিজেদের অন্তরে মূর্খতা যুগের জিদকে স্থান দিল।

তাহাদের মূর্খতা যুগের জিদ এই ছিল যে, তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবী বলিয়া স্বীকার করিল না, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাইল এবং মুসলমানদিগকে বাইতুল্লায় যাইতে বাধা প্রদান করিল। (বুখারী)

হযরত ওসমান (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুদাইবিয়ায় অবতরণের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ায় অবতরণ করিলে কোরাইশগণ ঘাবড়াইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্য হইতে কোন একজনকে মক্কাবাসীদের নিকট (দূত হিসাবে) প্রেরণ করিতে চাহিলেন। সুতরাং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে তাহাদের নিকট পাঠাইবার জন্য ডাকিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি আপনার আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানাইতেছি না, তবে) আমার প্রতি তাহাদের সর্বাপেক্ষা বেশী আক্রোশ। আর আমার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইলে (আমার খান্দান) বনু কা'বের এমন কেহ নাই যে (তাহা প্রতিরোধ করিবে এবং) আমার জন্য (তাহাদের প্রতি)

অসন্তুষ্ট হইবে। বরং আপনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে প্রেরণ করুন। কারণ তাহার খান্দানের লোকজন সেখানে রহিয়াছে। আর তিনি আপনার পয়গাম তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)কে ডাকিলেন এবং তাহাকে কোরাইশদের নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, 'তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই, বরং আমার ওমরা পালন করিতে আসিয়াছি। আর তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে।'

হযরত ওসমান (রাঃ)কে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, মক্কায় অবস্থানরত ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে (মক্কা) বিজয়ের সুসংবাদ দিবে এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর মক্কায় আপন দ্বীনকে এরূপ বিজয় দান করিবেন যে, কাহারো আর আপন ঈমান গোপন রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানরত দুর্বল মুসলমানদিগকে ঈমানের উপর মজবুত করিবার জন্য এই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথে বালদাহ নামক স্থানে কোরাইশের কতিপয় লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় (যাইতেছ)? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে আমি তোমাদিগকে আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি আহবান জানাই এবং তোমাদিগকে অবহিত করি যে, আমরা কাহারো সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই, বরং আমরা ওমরা পালন করিতে আসিয়াছি। হযরত ওসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী তাহাদিগকে দাওয়াত প্রদান করিলেন। তাহারা বলিল, তুমি যাহা বলিয়াছ, আমরা তাহা শুনিয়াছি। যাও, তুমি নিজের কাজ কর। কিন্তু আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস দাঁড়াইয়া হযরত ওসমান (রাঃ)কে

www.BANGLAKITAB.com

অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধিয়া তাহাকে আরোহন করাইলেন এবং স্বয়ং তাহার পিছনে বসিয়া মক্কায় আসিয়া পৌঁছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কা পৌঁছার পর কোরাইশগণ বুদাইল ইবনে ওয়ারকা খুযায়ী ও বনু কেনানার এক ব্যক্তিকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) প্রেরণ করিল। ইহাদের পর ওরওয়া ইবনে মাসউদ আসিল। পূর্বেকার রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই হাদীসের বাকি অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

(কান্‌যুল উম্মাল)

হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর অভিমত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের সহিত (নত হইয়া) সন্ধি করিলেন এবং তাহাদের সমস্ত শর্ত মানিয়া লইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই কাজের জন্য অপর কাহাকেও আমার উপর আমীর নিযুক্ত করিতেন আর সে এইরূপ করিত যেরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়াছেন তবে আমি তাহা শুনিতাম না এবং মানিতামও না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের যে সকল শর্তাবলী মানিয়া লইয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে, কাফেরদের কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের নিকট আসিলে তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। আর কোন মুসলমান (নাউযুবিল্লাহ) ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া কাফেরদের নিকট চলিয়া গেলে কাফেরগণ তাহাকে ফেরৎ দিবে না। (কানযুল উম্মাল)

হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অভিমত

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিতেন, ইসলামে হুদাইবিয়ার বিজয় অপেক্ষা বড় বিজয় আর হয় নাই। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার রব্বের মধ্যেকার ব্যাপার তখন কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। বান্দাগণ তাড়াহুড়া করিয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ন্যায় তাড়াহুড়া করেন না। বরং সকল কাজই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত সময়ে সুসম্পন্ন হয়। আমি বিদায়ী হজ্জের সময় সুহাইল ইবনে আমরকে কোরবানীর স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোরবানীর জানোয়ার আগাইয়া দিতেছিল, আর তিনি তাহা নিজ হাতে জবাই করিতেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীকে ডাকিয়া মাথা মুণ্ডন করিলেন। আর সুহাইল ইবনে আমরকে দেখিতেছিলাম যে, সেই চুল মোবারক কুড়াইয়া লইয়া (ভক্তিভরে) আপন চক্ষুদ্বয়ের উপর রাখিতেছিল। তখন আমি হুদাইবিয়ার দিন তাহার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখিতে অস্বীকার করিবার কথা স্মরণ করিতেছিলাম। সুতরাং আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলাম যিনি তাহাকে ইসলাম গ্রহণের হেদায়াত নসীব করিয়াছেন। (কানযুল উম্মাল)

আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার পর কোরাইশদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল এবং যাহারা আমার কথা মানিত তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলাম, খোদার কসম, তোমরা তো জান, আমি দেখিতেছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দ্বীন সকল দ্বীনের উপর অপ্রীতিকররূপে বিজয় লাভ করিতেছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি একটি কথা চিন্তা করিয়াছি। তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ? তাহারা বলিল, তুমি কি চিন্তা করিয়াছ? বলিলাম, আমি এই চিন্তা করিয়াছি যে, আমরা (হাবশার বাদশাহ) নাজাশীর নিকট চলিয়া যাই এবং তাহার নিকট

www.BANGLAKITAB.com

বসবাস করি। তারপর যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাওমের উপর বিজয় লাভ করেন তবে আমরা নাজাশীর নিকট (নিরাপদে) থাকিব। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অধীনে বসবাস অপেক্ষা নাজাশীর অধীনে বসবাস করা আমাদের নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর যদি আমাদের কাওম বিজয় লাভ করে তবে তো আমরা (মক্কার) সুপরিচিত লোক। সুতরাং তাহারা আমাদের সহিত ভাল ব্যবহারই করিবে। সমবেত সকলেই বলিল, অতি উত্তম কথা। আমি বলিলাম, তবে নাজাশীকে উপঢৌকন দিবার মত কিছু জিনিস সংগ্রহ কর। আমাদের এলাকার চামড়া নাজাশীর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। অতএব আমরা তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণ চামড়া সংগ্রহ করিয়া রওয়ানা হইলাম এবং তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। খোদার কসম, আমরা তাহার নিকট অবস্থান করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে একদিন হযরত আমর ইবনে উমাইয়া দামরী (রাঃ) বাদশাহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হযরত জাফর (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের ব্যাপারে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) সাক্ষাতের জন্য বাদশাহের নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বলিলাম, এই যে, আমর ইবনে উমাইয়া আসিয়াছে। আমি যদি নাজাশীর নিকট যাইয়া আমর ইবনে উমাইয়াকে চাহিয়া লই, আর বাদশাহ তাহাকে আমার হাতে অর্পণ করেন—তারপর আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই তবে কোরাইশগণ মনে করিবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দূতকে কতল করিয়া আমি তাহাদের পক্ষ হইতে একটি উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, অতএব আমি নাজাশীর দরবারে হাজির হইয়া পূর্বনিয়ম অনুসারে তাহাকে সেজদা করিলাম। বাদশাহ বলিলেন, মারহাবা, আমার বন্ধু, আমার জন্য কি তোমার দেশ

হইতে কোন উপঢৌকন আনিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ, হে বাদশাহ! আপনার জন্য অনেক চামড়া উপঢৌকন হিসাবে আনিয়াছি। তারপর উপঢৌকনগুলি তাহার নিকট পেশ করিলাম। বাদশাহ অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং পছন্দ করিলেন। অতঃপর আমি বলিলাম, হে বাদশাহ, আমি আপনার নিকট হইতে একজন লোককে বাহির হইতে দেখিলাম। লোকটি আমাদের শত্রুর প্রেরিত দূত। তাহাকে আমার হাতে অর্পণ করুন, আমি তাহাকে কতল করিয়া দিব। কারণ সে আমাদের সর্দারদের এবং সম্মানিত লোকদের কতল করিয়াছে। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, (ইহা শুনিতেই) বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এমন জোরে আপন নাকের উপর মুষ্টাঘাত করিলেন যে, আমার মনে হইল উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভয়ে আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে, যদি মাটি ফাটিয়া যাইত তবে আমি উহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িতাম। তারপর বলিলাম, হে বাদশাহ! খোদার কসম, আপনি অপছন্দ করিবেন মনে করিলে আমি এরূপ কথা আরজ করিতাম না। বাদশাহ বলিলেন, তুমি কি আমার নিকট এমন লোকের দূতকে কতল করিবার জন্য আবেদন করিতেছ, যাহার নিকট সেই মহান বার্তাবহ (অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) আগমন করিয়া থাকেন, যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট আগমন করিতেন? হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে বাদশাহ! সত্যই কি তিনি এমন? বাদশাহ বলিলেন, তোমার নাশ হউক! হে আমর, তুমি আমার কথা মানিয়া লও এবং তাহার অনুসারী হইয়া যাও। খোদার কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন এবং তিনি তাঁহার সকল প্রতিপক্ষের উপর অবশ্যই বিজয়ী হইবেন, যেমন হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালাম ফেরআউন ও তাহার বাহিনীর উপর বিজয়ী হইয়াছিলেন। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আপনি কি তাঁহার পক্ষ হইতে আমাকে ইসলামের উপর বাইআত করিবেন? বাদশাহ বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি হাত বাড়াইলেন এবং আমি তাহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতঃ বাইআত হইলাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি

www.BANGLAKITAB.com

সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু আমার পরিবর্তিত মনোভাব অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের কথা তাহাদের নিকট গোপন রাখিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মক্কা হইতে আসিতেছিলেন। আর ইহা মক্কাবিজয়ের কিছুদিন পূর্বের ঘটনা। আমি বলিলাম, হে আবু সুলাইমান, কোথায় যাইতেছ? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, সকল বিষয় পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে (আল্লাহর) নবী। খোদার কসম, আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে চলিয়াছি। আর কতকাল দূরে সরিয়া থাকিব। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, খোদার কসম, আমিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছি।

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমরা উভয়ে মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। প্রথম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) অগ্রসর হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতঃ বাইআত হইলেন। তারপর আমি নিকটবর্তী হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এই শর্তে আপনার হাতে বাইআত হইব যে, আপনি আমার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। পরবর্তী গুনাহের কথা আমার স্মরণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমর, বাইআত হইয়া যাও, কারণ ইসলাম পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয় এবং হিজরত পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ইমাম বাইহাকী উক্ত রেওয়ায়াত ওয়াকেদী হইতে আরো বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলিয়াছেন, তারপর আমি রওয়ানা হইয়া গেলাম। হাদ্দ নামক স্থানে পৌঁছিয়া দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম। তাহারা

অনতিদূরে অবস্থানের ব্যবস্থা করিতেছে। একজন তাঁবুর ভিতরে ও অপরজন উভয়ের সাওয়ারী ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই চিনিতে পারিলাম যে, তিনি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইবার এরাদা? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট। কারণ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে। বিজ্ঞ লোকদের কেহ আর বাকী নাই। খোদার কসম, এই অবস্থায় থাকিলে আমাদিগকে এমনভাবে ঘাড়ে ধরিয়া পাকড়াও করা হইবে যেমন হায়েনাকে তাহার গর্ত হইতে ঘাড়ে ধরিয়া পাকড়াও করা হয়। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমিও হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। এমন সময় তাঁবুর ভিতর হইতে হযরত ওসমান ইবনে তালহা(রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাকে মারহাবা বলিলেন। সুতরাং আমরা তিনজন সেখানে অবস্থান করিলাম। অতঃপর আমরা এক সঙ্গেই মদীনায় আসিলাম। কিন্তু বীরে আবি ওতবার নিকট যে ব্যক্তির সহিত আমাদের সক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার কথা তখনো ভুলি নাই। সে হে রাবাহ, হে রাবাহ বলিয়া কাহাকেও ডাকিতেছিল। (রাবাহ শব্দের অর্থ মুনাফা) অতএব আমরা এই কথাকে শুভলক্ষণ মনে করিয়া অগ্রসর হইলাম। তারপর লোকটি যখন আমাদের প্রতি চাহিল তখন তাহাকে বলিতে শুনিলাম যে, এই দুইব্যক্তির পর মক্কার যমীন তাহার নেতৃত্ব (আমাদের হাতে) অর্পণ করিয়া দিয়াছে। আমার ধারণা, সে আমাকে ও হযরত খালেদ ইবনে ওলীদকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছে। লোকটি এই কথা বলার পর আমাদিগকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটিয়া গেল। আমি ধারণা করিলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিবার জন্যই গিয়াছে। পরে আমার ধারণাই সত্য হইল। আমরা হাররা নামক স্থানে উট বসাইয়া নামিলাম এবং ভাল জামা-কাপড় পরিধান করিলাম। তারপর আসর নামাযের আযান হইল। আমরা

WWW.BANGLAKITAB.COM

অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার পবিত্র চেহারা মুবারক (খুশীতে) চমকাইতেছিল। তাঁহার চারিপার্শ্বে উপস্থিত মুসলমানগণও আমাদের ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হইলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) অগ্রসর হইয়া বাইআত হইলেন। তারপর হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ) বাইআত হইলেন। তারপর আমি অগ্রসর হইলাম। খোদার কসম, তাঁহার সম্মুখে বসিবার পর লজ্জায় চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারিতেছিলাম না। আমি এই শর্তে বাইআত হইলাম যে, আমার পূর্বকৃত সকল অপরাধ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। সেসময় ভবিষ্যত গুনাহের কথা আমার মনে আসে নাই (বলিয়া উহার শর্ত করি নাই)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইসলাম পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। হিজরত পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমাদের ইসলাম গ্রহণের পর যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাহাবীকে আমার ও খালেদ ইবনে ওলীদের সমকক্ষ মনে করেন নাই।

(বিদায়াহ)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আমার মঙ্গলের এরাদা করিলেন তখন আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিলেন এবং আমার সম্মুখে হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পর প্রতিবারই মনে হইয়াছে যে, আমার এই দৌড়-ধাপ একটি নিরর্থক কাজ। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই বিজয়লাভ করিবেন। তারপর যখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন তখন আমিও মুশরিকদের একদল ঘোড় সওয়ারের সহিত রওয়ানা হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাদের সহিত 'উসফান' নামক স্থানে আমার মুখামুখী হইল। আমি তাঁহার মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া গেলাম এবং তাঁহাকে কিছু উত্যক্ত করিতে চাহিলাম (কিন্তু পারিলাম না)। তিনি আপন সাহাবীদেরকে লইয়া আমাদের সম্মুখে যোহরের নামায আদায় করিতে লাগিলেন। আমরা ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, নামাযরত অবস্থায় তাহাদের উপর আক্রমন করি, কিন্তু আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি নাই বলিয়া আক্রমন করিতে পারিলাম না। আর এই না পারার মধ্যেই (আমাদের জন্য) কল্যাণ নিহিত ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই দূরভিসন্ধির কথা (ওহীর মাধ্যমে) জানিতে পারিলেন। অতএব তিনি সাহাবীগণ সহ আসরের নামায 'সালাতুল খাওফের' পদ্ধতিতে আদায় করিলেন। এই ব্যাপারটি আমাদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। আমি মনে মনে বলিলাম, এই ব্যক্তিকে (গায়েবীভাবে) হেফাজত করা হইতেছে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পথ হইতে এক পার্শ্বে সরিয়া গেলেন এবং আমাদের ঘোড়ার রাস্তা ছাড়িয়া ডান দিকের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। তারপর তিনি যখন হুদাইবিদাতে কোরাইশদের সহিত সন্ধি করিলেন এবং কোরাইশগণ তাঁহাকে (বিনা যুদ্ধে) ফিরাইয়া দিয়া নিজেদের প্রাণ বাঁচাইল তখন আমি মনে মনে বলিলাম, (এখন) আর কি বাকি রহিল? আমি কোথায় যাইব? নাজাশীর নিকট কি? সেখানেই বা কি করিয়া যাই! নাজাশী তো স্বয়ং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসারী হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সাহাবীগণ সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছে। নাকি হেরাকল এর নিকট চলিয়া যাইব? সেখানে গেলে তো নিজের ধর্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান নচেৎ ইহুদী ধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে এবং অনারব দেশে জীবন কাটাইতে হইবে। আর না অবশিষ্ট যাহারা আছে তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

সহিত নিজ বাড়ীতেই থাকিয়া যাইব? আমি এইরূপ চিন্তা ভাবনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গত বৎসরের) কাযা ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। আমি গা-ঢাকা দিলাম এবং তাঁহার মক্কায় প্রবেশকালে উপস্থিত থাকিলাম না। আমার ভাই ওলীদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিয়া আমাকে তালাশ করিলেন। আমাকে না পাইয়া এই মর্মে একখানা চিঠি আমার নিকট লিখিলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আম্মাবাদ, এখনও ইসলাম গ্রহণে তোমার মত হইল না, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় আমি আর দেখি নাই। অথচ তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক। ইসলামের ন্যায় দ্বীন সম্পর্কেও কি মানুষ অজ্ঞ থাকিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, খালেদ কোথায়? আমি বলিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আনিবেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তাহার মত মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কি করিয়া অজ্ঞ থাকিতে পারে? সে যদি তাহার সকল প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম মুসলমানদের সহিত সংযুক্ত করিত তবে তাহার জন্য অনেক ভাল হইত এবং আমরা তাহাকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিতাম।' হে আমার ভাই, এযাবৎ নেক কাজের যে সকল সুযোগ তুমি হারাইয়াছ, এখন তো অন্তত তাহা পূরণ করিয়া লও।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, ভাইয়ের চিঠি পাওয়ার পর মদীনায় যাওয়ার জন্য আমার মন উদগ্রীব হইয়া উঠিল এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া গেল। আরো খুশী লাগিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এমন সময় একদিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, যেন আমি দুর্ভিক্ষ কবলিত সংকীর্ণ একস্থানে রহিয়াছি। অতঃপর সেখান হইতে আমি সবুজ শ্যামল ও প্রশস্ত একস্থানে বাহির হইয়া আসিলাম। ভাবিলাম, ইহা নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন

হইবে। অতএব মদীনায় পৌঁছিয়া ভাবিলাম, হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই স্বপ্নের কথা বলিব। তিনি শুনিয়া বলিলেন, তোমাকে যে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন ইহাই তোমার সবুজ শ্যামল ও প্রশস্ত এলাকায় বাহির হইয়া আসার ব্যাখ্যা। আর নিজেকে যে সংকীর্ণ স্থানে দেখিয়াছ, তাহা তোমার পূর্বেকার শিরকের অবস্থা।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইবার দৃঢ়সংকল্প করিলাম তখন চিন্তা করিলাম, কাহাকে সঙ্গে লইব? এই ব্যাপারে সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, হে আবু ওহব! তুমি কি আমাদের অবস্থা দেখিতেছ না? বর্তমানে আমাদের সংখ্যা মাড়িদাঁতের ন্যায় কমিয়া গিয়াছে। অপরদিকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব অনারব সকলের উপর জয়ী হইয়া গিয়াছেন। অতএব আমাদেরও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যাওয়া উচিৎ। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সম্মান আমাদেরই সম্মান। সফওয়ান আমার প্রস্তাব অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, আমি যদি একাকীও থাকিয়া যাই তবুও তাহার আনুগত্য কখনই করিব না। এই কথার পর আমি তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম এবং ভাবিলাম, লোকটির পিতা ও ভাই বদরযুদ্ধে নিহত হইয়াছে। এইজন্য সে মানিতে পারিতেছে না। অতঃপর ইকরামা ইবনে আবি জাহলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকেও সেরূপ বলিলাম যেরূপ সফওয়ানকে বলিয়াছিলাম। ইকরামাও সফওয়ানের মতই জবাব দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আমার কথাগুলি গোপন রাখিও। সে বলিল, আচ্ছা, কাহাকেও বলিব না। তারপর আমি ঘরে আসিয়া আমার সওয়ারী প্রস্তুত করিতে বলিলাম এবং সওয়ারী লইয়া বাহির হইলাম। চলার পথে ওসমান ইবনে তালহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মনে মনে ভাবিলাম, সে তো আমার বন্ধু। তাহার কাছেই মনের কথা খুলিয়া বলিব। কিন্তু (মুসলমানদের হাতে) তাহার

www.BANGLAKITAB.com

বাপ–দাদা নিহত হওয়ার কথা স্মরণ হওয়াতে তাহার সহিত আলোচনা করা সমীচীন মনে করিলাম না। আবার মনে হইল, আমার কি আর ক্ষতি হইবে? আমি তো এখনই রওয়ানা হইয়া যাইব। সুতরাং তাহার সহিত বর্তমান পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলিলাম, আমাদের অবস্থাতো গর্তের ভিতর আত্মগোপনকারী সেই শৃগালের ন্যায় হইয়া গিয়াছে যে, এক বালতি পানি গর্তের মুখে ঢালিয়া দিলেই বাহির হইয়া আসিবে। কথা প্রসঙ্গে উপরোক্ত দুইজনের সহিত যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাও বলিলাম। শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল। আমি বলিলাম, আমি তো আজই রওয়ানা হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার সওয়ারী 'ফাজ্জ' নামক স্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তারপর আমরা উভয়ে স্থির করিলাম যে, ইয়াজুজ নামক স্থানে আমরা পরস্পর মিলিত হইব। সে আগে পৌঁছিয়া গেলে আমার জন্য এবং আমি আগে পৌঁছিয়া গেলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিব।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, আমরা ভোররাত্রে ফজরের পূর্বেই রওয়ানা হইয়া গেলাম এবং ফজর পর্যন্ত ইয়াজুজে পৌঁছিয়া আমরা পরস্পর মিলিত হইলাম। সেখান হইতে আমরা ভোরে রওয়ানা হইলাম এবং হাদ্দায় পৌঁছিয়া হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, তোমাদেরকে মারাহাবা! আমরা বলিলাম, আপনাকেও মারহাবা! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইতেছ? আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তোমরা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? আমরা বলিলাম, ইসলাম গ্রহণ ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমাকেও এই একই উদ্দেশ্য এখানে আনিয়াছে।

অতঃপর আমরা তিনজন একসঙ্গে মদীনায় আসিলাম এবং হাররায় আমাদের উটগুলিকে বসাইয়া অবতরণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত খুশী

হইলেন। আমি আমার (সফরের পোশাক পরিবর্তন করিয়া) ভাল পোশাক পরিধান করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চলিলাম। পথে আমার ভাইয়ের সহিত দেখা হইলে সে বলিল, তাড়াতাড়ি যাও, তোমার আগমন সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হইয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা দ্রুত চলিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দূর হইতে নজর পড়িতেই দেখিলাম যে, তিনি আমার প্রতি চাহিয়া মুচকি হাসিতেছেন। আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া নবীআল্লাহ! তিনি হাসিমুখে আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।'

তিনি বলিলেন, কাছে আস। তারপর বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তোমার বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া আমি ইহারই আশা করিয়াছিলাম যে, তুমি ইসলামের তৌফিক লাভ করিবে। হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হকের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া আপনার বিরুদ্ধে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছি, আমার উহা স্মরণ হইতেছে। আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আমাকে মাফ করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইসলাম পূর্বেকার সকল গুনাহ মিটাইয়া দেয়। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবুও আপনি দোয়া করুন। তিনি দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ, খালেদ ইবনে ওলীদ আল্লাহর পথে বাধা প্রদানের যত প্রচেষ্টা করিয়াছে তাহা সবই আপনি মাফ করিয়া দিন।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত ওসমান ও হযরত আমর (রাঃ) অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, আমরা অষ্টম

www.BANGLAKITAB.com

হিজরীর সফর মাসে মদীনায় গিয়াছিলাম। খোদার কসম, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন সাহাবীকে আমার সমকক্ষ মনে করিতেন না। (বিদায়াহ)

মক্কা বিজয়ের ঘটনা

(আল্লাহ তায়ালা প্রতিনিয়ত এই নগরীর সম্মানকে বৃদ্ধি করুন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু রুহ্ম কুলসুম ইবনে হুসাইন গিফারী (রাঃ)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করিয়া দশই রমযান (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হইলেন। তিনি নিজে এবং তাঁহার সঙ্গে লোকেরাও রোযা রাখিয়াছিলেন। উসফান ও আমাজ্জ এর মধ্যবর্তী কাদীদ নামক ঝর্ণার নিকট পৌছিবার পর তিনি রোযা পরিত্যাগ করিলেন। সেখান হইতে দশ হাজার সৈন্য সহ রওয়ানা হইয়া মাররায যাহরান নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। মুযাইনা ও সুলাইম গোত্রদ্বয়েরও এক হাজার লোক তাঁহার সহিত ছিলেন। প্রতিটি গোত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। মুহাজিরীন ও আনসার সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। কেহই অনুপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোরাইশদের অজান্তে মাররায যাহরান পর্যন্ত আসিয়া পৌছিলেন তখনও তাহারা কোন সংবাদ পায় নাই। এমনকি তাহারা ইহাও জানিতে পারে নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে যাইতেছেন।

আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওয়ারকা সেই রাত্রে খবর সংগ্রহ করিতে ও (পরিস্থিতি) অনুমান করিতে বাহির হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন খবর পাওয়া যায় কিনা। অথবা কোন কিছু শুনা যায় কিনা। হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পথিমধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে

হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া ইবনে মুগীরাহ ইহারা দুইজনও মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একস্থানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ তালাশ করিতে লাগিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) তাহাদের দুইজনের ব্যাপারে সুপারিশ করিতে যাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন আপনার চাচাত ভাই, অপরজন আপনার ফুফাত ভাই ও শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়। (অতএব তাহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি দান করুন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের সহিত সাক্ষাতের আমার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ আমার চাচাত ভাই সে তো মক্কায় আমাকে যথেষ্ট অপমান করিয়াছে। আর আমার ফুফাত ভাই ও শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়, সেও আমাকে মক্কায় যাহা ইচ্ছা বলিয়াছে। তাহারা উভয়ে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রতিউত্তর সম্পর্কে জানিতে পারিলেন তখন আবু সুফিয়ানের সহিত তাহার একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, তিনি বলিলেন, খোদার কসম, হয় আমাকে তিনি সাক্ষাতের অনুমতি দান করিবেন, আর না হয় আমি আমার এই ছেলের হাত ধরিয়া খোলা ময়দানের দিকে চলিয়া যাইব এবং ক্ষুধা–তৃষ্ণায় স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করিব।

এই কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন নরম হইল। তিনি তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলেন। তাহারা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাররায যাহরানে অবতরণের পর হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হায় কোরাইশের ধ্বংস! খোদার কসম, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেন এবং কোরাইশগণ ইহার পূর্বে নিজেদের জন্য নিরাপত্তা চাহিয়া না লয় তবে কোরাইশ চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদা রঙের খচ্চরের পিঠে চড়িয়া

www.BANGLAKITAB.com

চলিলাম। আরাক নামক স্থানে পৌঁছিয়া ভাবিলাম, হয়ত কোন লাকড়ি সংগ্রহকারী বা দুধওয়ালা (অর্থাৎ রাখাল) অথবা কোন প্রয়োজনে মক্কা যাইতেছে এমন কোন ব্যক্তির দেখা পাইয়া যাইব এবং সে যাইয়া মক্কাবাসীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে সংবাদ দিয়া দিবে। যাহাতে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই তাঁহার নিকট হইতে নিরাপত্তা চাহিয়া লয়।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি এই খেয়ালে চলিতেছিলাম এবং কোন লোক পাই কি না তালাশ করিতেছিলাম, এমন সময় আবু সুফিয়ান ও বুদাইল ইবনে ওয়ারকার কথাবার্তার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তাহারা পরস্পর কথা বলিতেছিল। আবু সুফিয়ান বলিতেছিল, আমি আজকের ন্যায় এরূপ অসংখ্য আগুন জ্বলিতে দেখি নাই এবং এত বিরাট বাহিনীও কখনও দেখি নাই। বুদাইল বলিল, খোদার কসম, ইহা খোযাআ গোত্রের আগুন হইবে। মনে হয়, যুদ্ধাভিলাশই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। আবু সুফিয়ান বলিল, খোদার কসম, এত অধিক সংখ্যক আগুন এবং এত বিরাট বাহিনী খোযাআর হইতে পারে না। কারণ তাহারা ইহা অপেক্ষা অনেকটা দুর্বল ও নগন্য। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া বলিলাম, হে আবু হানযালাহ! সে আমার আওয়াজ চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, আবুল ফযল নাকি? আমি বলিলাম, হাঁ। আবু সুফিয়ান বলিল, আমার মাতাপিতা তোমার উপর কোরবান হউক, তুমি এখানে,কি ব্যাপার? আমি বলিলাম, তোমার নাশ হউক! হে আবু সুফিয়ান, এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজন সহকারে আসিয়া পড়িয়াছেন, খোদার কসম! হায় কোরাইশের ধ্বংস! আবু সুফিয়ান বলিল, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, এখন উপায়? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, তোমাকে গ্রেফতার করিতে পারিলে তো অবশ্যই তোমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কাজেই তুমি

আমার সহিত এই খচ্চরের পিঠে সওয়ার হইয়া চল। তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাই এবং তোমার জন্য নিরাপত্তা চাহিয়া লই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু সুফিয়ান আমার পিছনে চড়িয়া বসিল এবং তাহার দুই সঙ্গী ফিরিয়া গেল। আমি তাহাকে লইয়া দ্রুত চলিলাম। পথে মুসলিম বাহিনীর স্থানে স্থানে জ্বালানো আগুনের পাশ দিয়া অতিক্রম কালে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, কে যায়? পরক্ষণেই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চর দেখিয়া বলিতেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা তাঁহার খচ্চরে চড়িয়া যাইতেছেন। এমনিভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর আগুনের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই লোক? তারপর তিনি আমার নিকট উঠিয়া আসিলেন এবং আবু সুফিয়ানকে খচ্চরের পিছনে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আবু সুফিয়ান, আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ তায়ালার জন্যই সকল প্রশংসা যিনি কোনরূপ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও শর্ত ব্যতিরেকেই তোমাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। আমি খচ্চরকে জোরে চালাইলাম এবং আরোহী ব্যক্তি যেমন পায়দলের উপর অগ্রগামী হয় তেমনি আমি তাহার পূর্বেই পৌঁছিয়া গেলাম। খচ্চরের উপর হইতে লাফাইয়া নামিয়া দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)ও সেখানে পৌঁছিয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই দেখুন আবু সুফিয়ান। কোনরূপ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ব্যতিরেকেই আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর আয়ত্ত দান করিয়াছেন। অনুমতিদান করুন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া বলিলাম, না,

WWW.BANGLAKITAB.COM

খোদার কসম, আজকের রাত্রিতে আমি একাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা বলিব। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, থাম, হে ওমর! খোদার কসম, এই ব্যক্তি যদি (তোমার গোত্র) বনি আদি ইবনে কা'বের কেহ হইত তবে তুমি এরূপ বলিতে না। কিন্তু সে বনি আব্দে মানাফের লোক বলিয়া তুমি এরূপ বলিতেছ।

হযরত ওমর (রাঃ) (এই কথা শুনিয়া) বলিলেন, থামুন, হে আব্বাস! খোদার কসম, আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন আমি যে পরিমাণ আনন্দিত হইয়াছি সেদিন আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করিলেও আমি এত আনন্দিত হইতাম না। কারণ আমি জানি যে, আপনার ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আব্বাস, তুমি এখন তাহাকে তোমার তাঁবুতে লইয়া যাও। সকালে আমার নিকট লইয়া আসিও। অতএব আমি তাহাকে আমার তাঁবুতে লইয়া আসিলাম এবং রাত্রে সে আমার নিকট রহিল। পরদিন সকালে আমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমার ভাল হোক! তোমার কি এখনও এই সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসে নাই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই? আবু সুফিয়ান বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক! আপনি কতই না সম্মানিত, কতইনা ধৈর্যশীল, আর কতইনা উত্তম সম্পর্ক স্থাপনকারী! এখন ত আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে, যদি আল্লাহর সহিত আর কোন মা'বুদ শরীক থাকিত তবে অবশ্যই আমার কোন কাজে আসিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান! তোমার ভাল হোক! এখনও কি তোমার সময় আসে নাই যে, আমাকে আল্লাহর রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিবে? আবু সুফিয়ান বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান

হউক! আপনি কতই না ধৈর্যশীল, কতইনা সম্মানিত, আর কতইনা (আত্মীয়তার) সম্পর্ক স্থাপনকারী। এই ব্যাপারে এখনও মনে কিছুটা খটকা রহিয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমার নাশ হোক! তোমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার আগেই মুসলমান হইয়া যাও এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আর (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। অতএব আবু সুফিয়ান কলেমায়ে শাহাদাত পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আবু সুফিয়ান কিছুটা সম্মানপ্রিয় মানুষ। সুতরাং তাহাকে বিশেষ একটা কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে, যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে সে নিরাপদ হইবে, এবং যে মসজিদে (হারামে) প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে। অতঃপর আবু সুফিয়ান (রাঃ) চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আব্বাস, তাহাকে নাকের মত পাহাড়ের সেই বাড়তি অংশের উপর দাঁড় করাও (যেখান দিয়া পাহাড়ী সরুপথ গিয়াছে) যাহাতে সে আল্লাহর বাহিনীগুলি অতিক্রম করিবার দৃশ্য অবলোকন করিতে পারে।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে লইয়া বাহির হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে দাঁড় করাইতে বলিয়াছিলেন তাহাকে ময়দানের সেই সরুপথের উপর দাঁড় করাইয়া দিলাম। একের পর এক গোত্র তাহাদের নিজ নিজ ঝাণ্ডা হাতে সরু পথ ধরিয়া অতিক্রম করিতে লাগিল। যখনই কোন গোত্র অতিক্রম করিত তখনই আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন, হে আব্বাস, ইহারা কাহারা? আমি বলিতাম, ইহারা বনু সুলাইম গোত্র। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিতেন, বনু সুলাইমের সহিত আমার কি সম্পর্ক? তারপর অপর এক

www.BANGLAKITAB.com

গোত্র অতিক্রম করিতে লাগিলে জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহারা কাহারা? আমি বলিতাম, ইহারা মুযাইনা গোত্র। তিনি বলিতেন, মুযাইনার সহিত আমার কি সম্পর্ক? এইরূপে সমস্ত গোত্র অতিক্রম করিল। প্রত্যেক গোত্রের অতিক্রমকালে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহারা কাহারা? আর আমি জবাবে বলিতাম, ইহারা অমুক গোত্র। তিনি বলিতেন, আমার সহিত এই গোত্রের কি সম্পর্ক?

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরীন ও আনসারদের সমন্বয়ে (বর্মাবৃত ও সর্বপ্রকার সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত) কৃষ্ণবর্ণ দলের সহিত অতিক্রম করিলেন। (আপাদমস্তক বর্মাবৃত হওয়ার দরুন) তাহাদের শুধু চোখ দেখা যাইতেছিল। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ, হে আব্বাস, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইনিই হইলেন, মুহাজিরীন ও আনসারদের সমন্বয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল ফযল! খোদার কসম, ইহাদের মুকাবিলা করিবার মত সাধ্য ও শক্তি কাহারো নাই। আজ তো তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজত্ব অনেক বিরাট হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, হে আবু সুফিয়ান, (ইহা রাজত্ব নহে বরং) ইহা নবুওয়াত। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তাহাই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে বলিলাম, এইবার নিজের কাওমের নিকট চলিয়া যান। তিনি রওয়ানা হইলেন এবং কাওমের নিকট পৌঁছিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, হে কোরাইশগণ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের নিকট এত বিরাট বাহিনী লইয়া আসিতেছেন যে, উহার মুকাবিলা করিবার শক্তি তোমাদের নাই। অতএব যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে সে নিরাপত্তা লাভ করিবে। (ইহা শুনিয়া) তাহার স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবা উঠিয়া তাহার গোঁফ ধরিয়া বলিতে লাগিল, এই কালো কমজাতকে মারিয়া ফেল। (তাহাকে শত্রুর সংবাদ আনিতে পাঠানো

হইয়াছিল কিন্তু) সে তো কাওমের বড় খারাপ সংবাদদাতা! আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন,তোমাদের নাশ হউক! এই মেয়েলোকের কথায় তোমরা ধোকায় পড়িও না। কারণ সত্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন বিরাট বাহিনী লইয়া আসিয়াছেন যে, তোমরা উহার মুকাবিলা করিতে পারিবে না। অতএব যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে সে নিরাপত্তা লাভ করিবে। লোকেরা বলিল, তোমার নাশ হউক! তোমার ঘর কি আমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে সে নিরাপদ থাকিবে এবং যে মসজিদে (হারামে) ঢুকিয়া পড়িবে সে নিরাপদ থাকিবে। এই ঘোষণা শুনিবার পর লোকেরা নিজ নিজ ঘর ও মসজিদে (হারামের) দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, তাহাকে ময়দানের সেই সরুপথের নিকট দাঁড় করাও যেখানে নাকের মত পাহাড়ের কিছু অংশ বাহির হইয়া রহিয়াছে, যাহাতে সে আল্লাহর বাহিনীগুলি অতিক্রম করিবার দৃশ্য অবলোকন করিতে পারে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে লইয়া পাহাড়ের সেই নাকের মত বাড়তি অংশের নিকট সরুপথের দিকে চলিলাম। অতঃপর আমি যখন তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইলাম তখন (তিনি ভাবিলেন তাহাকে মারিবার জন্য হয়ত এখানে আনিয়া আটক করা হইয়াছে। সুতরাং) তিনি বলিলেন, হে বনু হাশিম, আমার সহিত কি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার ইচ্ছা করিতেছ? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, নবুওয়াতের অনুসারীগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে না, তোমার সহিত আমার কিছু কাজ আছে। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তবে আগে কেন বলিলে না যে, তোমার সহিত আমার কিছু কাজ আছে? তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত

www.BANGLAKITAB.com

থাকিতাম। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তোমার এমন ধারণা হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে সুশৃঙ্খল করিলেন। প্রত্যেক গোত্র আপন আপন দলপতির সহিত এবং প্রত্যেক সৈন্যদল নিজ নিজ ঝাণ্ডা উত্তোলন করিয়া রওয়ানা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাগ্রে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর নেতৃত্বে বনু সুলাইম গোত্রের দল প্রেরণ করিলেন। তাহাদের সংখ্যা এক হাজার ছিল। এই দলের একটি ঝাণ্ডা হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ)এর হাতে ও একটি হযরত খুফাফ ইবনে নুদবাহ (রাঃ)এর হাতে এবং অপর একটি হযরত হাজ্জাজ ইবনে ইলাত (রাঃ)এর হাতে ছিল। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইনি খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, সেই নওজোয়ান ছেলেটা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে নিজের পার্শ্বে লইয়া যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন হযরত খালেদ (রাঃ) যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন তাহার দল 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া তিনবার তাকবীর দিল এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল। তাহাদের পিছনে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) পাঁচশত জনের একটি দল লইয়া অতিক্রম করিলেন। ইহাদের মধ্যে কিছু মুহাজিরীন ও কিছু বিভিন্ন গোত্রের অপরিচিত লোক ছিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)এর হাতে কাল রঙের একটি বড় ঝাণ্ডা ছিল। তিনি যখন আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিলেন তখন আপন দল সহকারে 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইনি যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তোমার ভাতিজা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। অতঃপর গিফার গোত্রীয় তিনশত জনের একটি দল অতিক্রম করিল। তাহাদের ঝাণ্ডা হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বহন

করিতেছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের ঝাণ্ডা হযরত ঈমা ইবনে রাহাদাহ (রাঃ)এর হাতে ছিল। তাহারাও আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিয়া তিন বার তাকবীর দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুল ফযল, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু গিফার। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, বনু গিফারের সহিত আমার কি সম্পর্ক? তারপর আসলাম গোত্রীয় চারশত জনের দল অতিক্রম করিল। এই দলের দুইটি ঝাণ্ডা ছিল। একটি হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব (রাঃ) ও অপরটি হযরত নাজিয়া ইবনে আ'জম (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। ইহারাও বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা আসলাম গোত্র। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আসলাম গোত্রের সহিত আমার কি সম্পর্ক? আমাদের ও তাহাদের মধ্যে ত কখনও কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা একটি মুসলমান কাওম, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

অতঃপর বনু কা'ব ইবনে আমর গোত্রীয় পাঁচশত জনের দল অতিক্রম করিল। তাহাদের ঝাণ্ডা হযরত বিশর ইবনে শাইবানা (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু কা'ব ইবনে আমর গোত্র। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইহারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মিত্র দল। ইহারাও বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। তারপর মুযাইনা গোত্রীয় এক হাজারের একটি দল অতিক্রম করিল। তাহাদের মধ্যে একশত ঘোড়া ও তিনটি ছোট ছোট ঝাণ্ডা ছিল। হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ), হযরত বেলাল ইবনে হারেস (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এই ঝাণ্ডাগুলি বহন করিতেছিলেন। তাহারা আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা

www.BANGLAKITAB.com

কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা মুযাইনা গোত্র। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল ফযল, মুযাইনার সহিত আমার কি সম্পর্ক যে, তাহারা অস্ত্র খটখটাইয়া পাহাড়ের চূড়া হইতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে?

তারপর জুহাইনা গোত্রীয় আটশত জন তাহাদের দলপতিসহ অতিক্রম করিল। তাহাদের মধ্যে চারটি ছোট ছোট ঝাণ্ডা ছিল। একটি হযরত আবু যুরআহ মা'বাদ ইবনে খালেদ (রাঃ)এর হাতে, একটি হযরত সুয়াইদ ইবনে সাখর (রাঃ)এর হাতে, একটি হযরত রাফে' ইবনে মাকীস (রাঃ)এর হাতে ও একটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বদর (রাঃ)এর হাতে ছিল। ইহারা আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। অতঃপর কেনানাহ, বনু লাইস, যামরাহ ও সা'দ ইবনে বকরের দুইশত জনের দল অতিক্রম করিল। ইহাদের ঝাণ্ডা হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। ইহারাও আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর ধ্বনি করিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু বকর? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইহারা বড় অশুভ লোক। খোদার কসম, ইহাদের কারণেই (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উপর আক্রমন করিতে আসিয়াছেন।

(হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খোযাআহ গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এবং বনু বকর গোত্র কোরাইশদের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। সন্ধির পর কোরাইশদের মিত্র বনু বকর খোযাআহ গোত্রের উপর আক্রমন চালাইয়া অকথ্য অত্যাচার করিল এবং কোরাইশগণও উহাতে মদদ যোগাইল। ফলে কোরাইশদের পক্ষ হইতে সন্ধি ভঙ্গ হওয়ার দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মক্কা অভিযানের পথ উন্মুক্ত হইল। আবু সুফিয়ান (রাঃ) এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন)

শুন, খোদার কসম, (কোরাইশদের) খোযাআহ গোত্রের উপর

আক্রমনের ব্যাপারে আমার সহিত কোন পরামর্শ করা হয় নাই, আর আমি জানিতামওনা এবং পরে যখন আমি জানিতে পারিয়াছি তখন উহা পছন্দও করি নাই। কিন্তু বিষয়টি তকদীরে লেখা ছিল বলিয়া ঘটিয়া গিয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। আর তাহা এই যে, তোমরা সকলেই এখন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিলে।

বর্ণনাকারী ওয়াকেদী বলেন, আবু আমর ইবনে হিমাস হইতে আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রহঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আড়াইশত জনের একটি দল অতিক্রম করিল। ইহারা সকলেই বনু লাইস গোত্রীয় ছিলেন এবং হযরত সা'ব ইবনে জাসসামাহ (রাঃ) এই গোত্রের ঝাণ্ডা বহন করিতেছিলেন। তাহারা অতিক্রমকালে তিনবার তাকবীর ধ্বনি করিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু লাইস। তারপর সর্বশেষ আশজা' গোত্রীয় তিনশত জনের দল অতিক্রম করিল। ইহাদের একটি ঝাণ্ডা হযরত মা'কিল ইবনে সিনান (রাঃ) ও অপর একটি ঝাণ্ডা হযরত নুআইম ইবনে মাসউদ (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, সমগ্র আরবের মধ্যে ইহারাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। আর ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি অনুগ্রহ। আবু সুফিয়ান (রাঃ) এই কথার পর কিছুক্ষণ নিরব রহিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি এখনো যান নাই? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তিনি এখনও যান নাই। তুমি যদি সেই বিশাল বাহিনী দেখ যাহাতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন তবে তুমি শুধু লোহাই লোহা, ঘোড়াই ঘোড়া এবং বড় বড় বাহাদুরকে দেখিবে। উহা এমন বাহিনী যে, তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

মুকাবিলা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম! হে আবুল ফযল, আমারও মনে হইতেছে যে, ইহাদের সহিত মুকাবিলা কে করিতে পারিবে? তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনী দৃষ্টিগোচর হইল তখন (বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রের দরুন) উহা কালোবর্ণ দেখাইতেছিল। ঘোড়ার পদাঘাতে উত্থিত ধুলিতে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দলের পর দল অতিক্রম করিতে লাগিল। প্রত্যেক দলের অতিক্রম কালে আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন যে, এখনও কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যান নাই? হযরত আব্বাস (রাঃ) জবাবে বলিতেন, না। ঠিক এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাসওয়া নামক উটে চড়িয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইব (রাঃ)এর মধ্যস্থলে উভয়ের সহিত আলাপরত অবস্থায় অগ্রসর হইতেছিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কালোবর্ণের দলের সহিত যাইতেছেন। এইদলে মুহাজির ও আনসারগণ রহিয়াছেন। ছোট বড় বহু ঝাণ্ডা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক আনসারী বীরের হাতে একটি বড় ও একটি ছোট ঝাণ্ডা শোভা পাইতেছিল। লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণের দরুন তাহাদের চোখ ব্যতীত কিছুই দেখা যাইতেছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) আপাদমস্তক লোহার পোশাকে আবৃত ছিলেন। তিনি উচ্চ ও গুরুগম্ভীর আওয়াজে বাহিনীকে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনা করিতেছিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুল ফযল, উচ্চ আওয়াজে কথা বলিতেছে, লোকটি কে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, একসময় বনি আদি (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর বংশ) নিতান্তই কমসংখ্যক ও দুর্বল ছিল। এখন তাহারা বেশ উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ তায়ালা যাহাকে যেইভাবে ইচ্ছা করেন উচ্চতর মর্যাদা দান করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে ইসলাম উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এই বাহিনীতে দুই হাজার বর্ম পরিহিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ঝাণ্ডা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর হাতে দিয়াছিলেন। তিনি ঝাণ্ডা হাতে বাহিনীর অগ্রভাগে চলিতেছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা হাতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলেন, তখন তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে আবু সুফিয়ান, আজকের দিন রক্তারক্তির দিন। আজকের দিনে (মক্কার) হুরমত রহিত করা হইবে। আজ আল্লাহ তায়ালা কোরাইশকে অপদস্থ করিবেন।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হইয়া আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর কাছাকাছি পৌঁছিলে তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি নিজ কাওমের লোকদের কতল করিবার আদেশ দিয়াছেন? সা'দ এবং তাহার সঙ্গীগণ আমার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, আজকের দিন রক্তারক্তির দিন। আজকের দিনে (মক্কার) হুরমত রহিত করা হইবে। আজকের দিনে আল্লাহ তায়ালা কোরাইশকে অপদস্থ করিবেন। আমি আপনার কাওমের ব্যাপারে আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিতেছি। আপনি সকল মানুষ অপেক্ষা নেক ও সর্বাপেক্ষা সৎসম্পর্কস্থাপনকারী। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সা'দ সম্পর্কে আশঙ্কা করিতেছি যে, তিনি কোরাইশের উপর হামলা না করিয়া বসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান, আজকের দিন অনুগ্রহের দিন। আজকের দিন আল্লাহ তায়ালা কোরাইশকে সম্মান দান করিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত

www.BANGLAKITAB.com

সা'দ (রাঃ)কে অপসারণপূর্বক তাহার পুত্র কায়েস (রাঃ)এর নিকট ঝাণ্ডা হস্তান্তরের নির্দেশ দিলেন। তাঁহার এই নির্দেশের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আপন পুত্রের নিকট ঝাণ্ডা হস্তান্তরের দরুন হযরত সা'দ (রাঃ)এর অন্তরে ঝাণ্ডা হারাইবার ক্ষোভ থাকিবে না। কিন্তু হযরত সা'দ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন ব্যতীত ঝাণ্ডা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানাইলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পাগড়ি মোবারক তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) উহা চিনিতে পারিলেন এবং নিজ পুত্র হযরত কায়েস (রাঃ)এর নিকট ঝাণ্ডা দিয়া দিলেন। (বিদায়াহ)

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু লায়লা (রাঃ) বলিয়াছেন, (মক্কা বিজয়ের সফরে) আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলিলেন, আবু সুফিয়ান এখন আরাক নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে। আমরা সেখানে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। মুসলমানগণ তাহাকে তলোয়ার দ্বারা ঘিরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমার ভাল হউক! আমি তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখেরাত (এর কল্যাণ) লইয়া আসিয়াছি, মুসলমান হইয়া যাও নিরাপদে থাকিবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সুফিয়ান খ্যাতি প্রিয় লোক। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষণাকারীকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন। সে এই ঘোষণা করিতে লাগিল, যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবে সে নিরাপদ থাকিবে, যে ব্যক্তি অস্ত্র সমর্পণ করিবে সে নিরাপদ থাকিবে এবং যে আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে সেও নিরাপদ থাকিবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)কে

তাহার সহিত প্রেরণ করিলেন। তাহারা উভয়ে গিরিপথের কিনারায় যাইয়া বসিলেন। বনু সুলাইম গোত্রের বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হইলে আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস! ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু সুলাইম। আবু সুফিয়ান বলিলেন, বনু সুলাইমের সহিত আমার কি সম্পর্ক! তারপর মুহাজিরীনদের এক জামাতের সহিত হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) অগ্রসর হইলে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস! ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, মুহাজিরীনদের জামাতের সহিত আলী ইবনে আবি তালিব। অতঃপর আনসারদের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইলে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা রক্তবর্ণ মৃত্যু। আনসারদের সহিত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবু সুফিয়ান বলিলেন, আমি কিসরা ও কায়সারের রাজত্ব দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ভাতিজার রাজত্বের ন্যায় কখনও দেখি নাই। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহা রাজত্ব নহে, নবুওয়াত। (তাবারানী)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরীন ও আনসার, আসলাম, গিফার, জুহাইনা ও বনু সুলাইম গোত্রের সমন্বয়ে বার হাজারের এক বিশাল বাহিনী লইয়া রওয়ানা হইলেন। এই অশ্বারোহী বাহিনী এরূপ দ্রুত অগ্রসর হইল যে, তাহারা (মক্কার নিকটবর্তী) মাররায যাহরান নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। অথচ কোরাইশগণ জানিতেও পারিল না। বরং কোরাইশগণ ইতিপূর্বে হাকিম ইবনে হিযাম ও আবু সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মদীনায়) এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছিল যে, হয় আমাদের জন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরাপত্তা লইয়া আসিবে, আর না হয় তাঁহার সহিত আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসিবে। অতএব আবু সুফিয়ান ও হাকিম ইবনে হিযাম এতদুদ্দেশ্যে

www.BANGLAKITAB.com

রওয়ানা হইলে পথে বুদাইল ইবনে ওরকার সহিত তাহাদের দেখা হইল। উভয়ে বুদাইলকেও সঙ্গে লইল। তাহারা মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া এশা পর্যন্ত আরাক নামক স্থানে পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা (ময়দানে) বহু তাঁবু ও এক বিশাল বাহিনী দেখিতে পাইল এবং ঘোড়ার ডাক শুনিতে পাইল। ইহাতে তাহারা ভীত হইল এবং তাহাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহারা সম্ভবতঃ বনু কা'ব গোত্রের লোক হইবে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বুদাইল বলিল, 'এই বাহিনীর লোক সংখ্যা বনু কা'ব গোত্র অপেক্ষা অনেক বেশী। সম্পূর্ণ বনু কা'ব মিলিয়াও এত পরিমাণ হইবে না। তবে কি হাওয়াযেন গোত্র তাহাদের জানোয়ারের জন্য ঘাসের তালাশে আমাদের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছে? খোদার কসম, আমার তো এমনও মনে হয় না। ইহারা তো হজ্জ পালনকারীদের সংখ্যার ন্যায় (অগণিত)।'

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুপ্তচরদের গ্রেফতার করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্র পক্ষ) খোযাআহ গোত্রের বসতিও এই পথেই ছিল। তাহারা কাহাকেও এই পথে যাতায়াত করিতে দিতেছিল না। আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীদ্বয় যখন মুসলিম বাহিনীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, তখন রাতের অন্ধকারে ঘোড়সওয়ারগণ তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিল।

আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীদ্বয় আশঙ্কা করিতেছিল যে, তাহাদিগকে কতল করিয়া দেওয়া হইবে। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) উঠিয়া আসিয়া আবু সুফিয়ানের ঘাড়ের উপর জোরে এক ঘা বসাইয়া দিলেন। মুসলমানগণ চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করিবার জন্য লইয়া চলিল। আবু সুফিয়ান কতল হইয়া যাইবার আশঙ্কা করিতে লাগিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের যুগ হইতে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেহেতু আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে বলিলেন, তোমরা

আমার বিষয়টি আব্বাসের হাতে ছাড়িয়া দাও না কেন? হযরত আব্বাস (রাঃ) (আওয়াজ শুনিয়া) আসিলেন এবং লোকদিগকে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন জানাইলেন যেন আবু সুফিয়ানকে তাহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সমগ্র মুসলিম বাহিনীর মধ্যে আবু সুফিয়ানের আগমন সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। হযরত আব্বাস (রাঃ) সেই রাত্রেই আবু সুফিয়ানকে সওয়ারীতে বসাইয়া সমগ্র বাহিনী ঘুরাইয়া আনিলেন এবং লোকেরাও সকলে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিল।

হযরত ওমর (রাঃ) আবু সুফিয়ানের ঘাড়ের উপর হাত মারিবার সময় বলিয়াছিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেই মারা পড়িবে। সুতরাং আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি কতল হইয়া যাইতেছি, (আমাকে সাহায্য কর)। লোকেরা তাহার উপর হামলা করিবার পূর্বেই হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে নিজ হেফাজতে লইয়া ফেলিলেন।

আবু সুফিয়ান অগণিত লোকসংখ্যা ও তাহাদের আনুগত্য দেখিয়া বলিল, আমি অদ্যরাত্রির ন্যায় কোন কাওমের এত বিরাট বাহিনী দেখি নাই। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে লোকদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া বলিলেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর এবং এই সাক্ষ্য না দাও যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল তবে তুমি অবশ্যই মারা পড়িবে। আবু সুফিয়ান (এই কথা শুনিয়া) হযরত আব্বাস (রাঃ)এর কথামত বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু তাহার মুখে কথা সরিতে ছিল না। সেই রাত তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর সহিত কাটাইলেন। আর তাহার সঙ্গীদ্বয় হাকিম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওরকা',তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট মক্কাবাসীদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তারপর যখন ফজরের নামাযের আযান হইল

www.BANGLAKITAB.com

তখন সমস্ত লোক সমবেত হইয়া নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আবু সুফিয়ান ঘাবড়াইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস, তোমরা কি করিতে চাহিতেছ? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। আবু সুফিয়ান মুসলমানদিগকে দেখিয়া বলিলেন, হে আব্বাস, তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাহাই আদেশ করেন ইহারা কি তাহাই পালন করে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, যদি তিনি তাহাদিগকে পানাহার হইতে নিষেধ করেন তবে তাহাও পালন করিবে। আবু সুফিয়ান বলিলেন, হে আব্বাস, তুমি আপন কাওমের জন্য তাঁহার সহিত কথা বলিয়া দেখ, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন কিনা? সুতরাং হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি আমার মা'বুদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি আর আপনি আপনার মা'বুদের নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি আপনিই আমার উপর বিজয় লাভ করিয়াছেন। যদি আমার মা'বুদ সত্য হইত আর আপনার মা'বুদ মিথ্যা হইত তবে আমিই আপনার উপর বিজয় লাভ করিতাম। অতঃপর তিনি কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতঃ সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন যেন আপনার কাওমের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করি এবং তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আহবানকরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দান করিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাদিগকে কি বলিব? আপনি আমাকে তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলিয়া দিন যাহাতে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদিগকে বলিয়া দিবে, 'যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক, তাহার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল, সে নিরাপদ থাকিবে। যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলিয়া কা'বার নিকট বসিয়া পড়িবে সে নিরাপদ থাকিবে এবং যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে সে নিরাপদ থাকিবে।'

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সুফিয়ান আমাদের চাচাত ভাই, আমার ইচ্ছা হয়, সেও আমার সহিত চলুক। আপনি যদি তাহাকে কিছু স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ থাকিবে।' আবু সুফিয়ান এই কথার মর্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল। আবু সুফিয়ানের ঘর যেহেতু মক্কার উপরের অংশে ছিল এবং হাকিম ইবনে হিযামের ঘর মক্কার নিচের অংশে ছিল সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি আপন হাত সংবরণ করিয়া হাকিম ইবনে হিযামের ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে সে নিরাপদ থাকিবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) কর্তৃক উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত সাদা খচ্চরের উপর আরোহন করাইয়া হযরত আব্বাস (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ করিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে নিজের পিছনে খচ্চরে বসাইয়া রওয়ানা হইলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) রওয়ানা হইবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পিছনে লোক প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট ফেরৎ লইয়া আস। আবু সুফিয়ান

www.BANGLAKITAB.com

সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল তাহা তিনি সাহাবাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রেরিত লোকটি হযরত আব্বাস (রাঃ)কে ফিরিয়া আসিতে বলিলে তিনি ফেরৎ যাওয়া পছন্দ করিলেন না বরং বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে এই আশঙ্কা করিতেছেন যে, সে (মক্কার) সামান্য কতিপয় (কাফের) লোকের মায়ায় মন পরিবর্তন করিয়া ফেলিবে এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কাফের হইয়া যাইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাকে সেখানেই আটক করিয়া রাখ। সুতরাং তিনি তাহাকে সেখানেই থামাইয়া রাখিলেন। আবু সুফিয়ান বলিলেন, হে বনি হাশেম, আমার সহিত কি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিতেছ? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি না ; তবে তোমার সহিত আমার একটু কাজ আছে। আবু সুফিয়ান বলিলেন, কি কাজ তাহা বল, আমি তোমার সেই কাজ করিয়া দিব। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ ও হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) তোমার নিকট আসিলেই তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে।

হযরত আব্বাস (রাঃ) মাররায যাহরান ও আরাকের পূর্বে সরু গিরিপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেলেন। আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রাঃ)এর পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া রাখিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একের পর এক ঘোড়সওয়ার দল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ঘোড়সওয়ার দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)কে অগ্রভাগে প্রেরণ করিলেন। তাহার পিছনে আসলাম, গিফার ও কুযাআহ গোত্রের ঘোড়সওয়ার দল ছিল। (হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সহিত হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)ও ছিলেন।) আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস! ইনিই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, না, ইনি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দলের পূর্বে হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর নেতৃত্বে আনসারদের একটি দল প্রেরণ করিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, 'আজকের দিন রক্তারক্তির দিন, আজ (মক্কার) হুরমাত রহিত করা হইবে।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের দল অর্থাৎ মুহাজিরীন ও আনসারের দলের সহিত অগ্রসর হইলেন। আবু সুফিয়ান এইদলে অপরিচিত অনেক লোককে দেখিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিজ কাওমের পরিবর্তে এই লোকদেরকে প্রাধান্য দিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তোমার এবং তোমার কাওমেরই কার্যকলাপের পরিণতি। যখন তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছ তখন ইহারা আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। যখন তোমরা আমাকে (মক্কা হইতে) বাহির করিয়া দিয়াছ তখন ইহারাই আমাকে সাহায্য করিয়াছে। সে সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আকরা' ইবনে হারেস (রাঃ), হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ) ও হযরত উআইনা ইবনে হিসন ইবনে বদর ফাযারী (রাঃ) ছিলেন। আবু সুফিয়ান ইহাদিগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিপার্শ্বে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দল। এই দলের সহিত রক্তবর্ণ মৃত্যু রহিয়াছে। ইহারাই মুহাজিরীন ও আনসার। আবু সুফিয়ান বলিলেন, এইবার চল, হে আব্বাস, আমি আজকের ন্যায় এরূপ সেনাবাহিনী ও দল কখনও দেখি নাই।

হযরত যুবাইর (রাঃ) আপন বাহিনী লইয়া জাহুন নামক স্থানে আসিয়া থামিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) আপন বাহিনী লইয়া মক্কার নিচু এলাকা দিয়া প্রবেশ করিলেন। বনু বকরের কতিপয় বখাটে ছোকরার দল তাহার সহিত মুকাবিলা করিল। হযরত খালিদ (রাঃ) তাহাদের সহিত লড়াই করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন এবং

WWW.BANGLAKITAB.COM

তাহাদের কিছু লোক হাযওয়ারাহ নামক স্থানে মারা পড়িল আর কিছু নিজ নিজ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, আর কিছু ঘোড়সওয়ার খান্দামাহ পাহাড়ে যাইয়া উঠিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে ধাওয়া করিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের শেষে মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল যে, যে ব্যক্তি আপন হাত সংবরণ করিয়া নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে, সে নিরাপদ থাকিবে। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)ও মক্কায় প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে সেদিন আল্লাহ তায়ালা হযরত আব্বাস (রাঃ)এর দ্বারা মক্কাবাসীর হেফাজত করিলেন।(হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর স্ত্রী) হিন্দ বিনতে উতবাহ (এই ঘোষণা শুনিয়া) আগাইয়া আসিল এবং তাহার দাড়ি ধরিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে গালেবের বংশধরগণ, এই আহাম্মক বৃদ্ধকে কতল করিয়া দাও। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমার দাড়ি ছাড়িয়া দে। খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, যদি তুই ইসলাম গ্রহণ না করিস তবে তোর গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। তোর নাশ হউক! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাণী লইয়া আসিয়াছেন। আপন ঘরে পালঙ্কের উপর যাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাক। (তাবারানী)

সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং (মক্কাবাসীর উপর) বিজয় লাভ করিলেন তখন আমি নিজ ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। অতঃপর আমার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইলের নিকট সংবাদ পাঠাইলাম যে, আমার জন্য (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট হইতে নিরাপত্তা চাহিয়া লও। কারণ আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, আমাকে কতল করা হইবে। আবদুল্লাহ ইবনে

সুহাইল যাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতাকে কি নিরাপত্তা দান করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, সে আল্লাহর নিরাপত্তায় রহিয়াছে। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসুক। অতঃপর আশেপাশে উপস্থিত সকলকে বলিলেন, সুহাইলের সহিত তোমাদের কাহারো সাক্ষাৎ হইলে তাহার প্রতি চোখ পাকাইয়া তাকাইবে না, যেন সে (নির্ভয়ে) বাহিরে আসা যাওয়া করিতে পারে। আমার জীবনের কসম, (তখনও গায়রুল্লাহর নামে কসম করা নিষেধ হইয়াছিল না বিধায় এরূপ কসম খাইয়াছেন) সুহাইল তো অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সম্মানী লোক। তাহার মত লোক কি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিতে পারে? আর এখন ত দেখিয়াই লইয়াছে, যে পথে সে এযাবৎ পরিশ্রম করিয়াছে তাহা কোনই কাজে আসে নাই।

আবদুল্লাহ আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য নিজ পিতার নিকট ব্যক্ত করিলে সুহাইল ইবনে আমর বলিলেন, খোদার কসম, তিনি ছোটবেলায়ও নেক ছিলেন এবং বড় হইয়াও নেক। অতঃপর সুহাইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন এবং মুশরিক অবস্থায়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হুনাইনের যুদ্ধে গেলেন এবং জিইররানায় যাইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন হুনাইনের গনীমত হইতে তাহাকে একশত উট দান করিয়াছিলেন। (কান্য)

বিজয়ের দিন মক্কাবাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ব্যবহার

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, বিজয়ের দিন মক্কায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও হারেস ইবনে হিশামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, আজ

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তায়ালা ইহাদিগকে আয়ত্তে আনিয়া দিয়াছেন। অতএব আমি ইহাদিগকে তাহাদের পূর্বেকার সকল দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিব। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার ও তোমাদের উদাহরণ হইতেছে ইউসুফ (আঃ) ও তাঁহার ভাইদের ন্যায়। আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। তিনি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিক মেহেরবান।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এই মাফের ঘোষণা শুনিয়া) আমি অত্যাধিক লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, আমি যাহা চিন্তা করিতে ছিলাম যদি এরূপ কোন কথা আমার মুখ ফসকাইয়া বাহির হইয়া পড়িত তবে কতই না খারাপ হইত। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে কতই না সুন্দর কথা বলিলেন। (কান্য)

ইবনে আবি হুসাইন (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর বাইতুল্লায় প্রবেশ করিলেন। অতঃপর বাহির হইয়া দরজার চৌকাঠের দুইপ্রান্তে হাত রাখিয়া (কাফেরদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, তোমরা (এখন) কি বলিবে? সুহাইল ইবনে আমর বলিলেন, আমরা সদ্ব্যবহারের আশা রাখিব এবং বলিব আপনি দয়াবান ভাই এবং দয়াবান ভাইয়ের পুত্র, আমাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার ভাই ইউসুফ (আঃ) যেমন বলিয়াছিলেন আমিও তেমনই বলিব, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। (এসাবাহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফে আসিলেন এবং দরজার চৌকাঠের দুইপ্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা কি বল, তোমাদের কিরূপ ধারণা হয়? তাহারা বলিল, আমরা বলি, আপনি আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং চাচাত ভাই, অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দয়াবান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন,তাহারা এই

কথা তিনবার বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইউসুফ (আঃ) যেমন বলিয়াছেন আমিও তেমনই বলিব। আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। তিনি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিক মেহেরবান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (এইকথা শুনিয়া) মক্কার কাফেরগণ মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহারা এত খুশী হইল যেন তাহাদিগকে কবর হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। তারপর তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফী (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে ঘটনার এই অংশ নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মক্কার কাফেরগণ মসজিদে হারামে সমবেত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব বলিয়া তোমরা মনে কর? তাহারা বলিল, সদ্ব্যবহার করিবেন বলিয়া মনে করি। (কারণ) আপনি মেহেরবান ভাই ও মেহেরবান ভাইয়ের পুত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাও, (আজ) তোমরা সকলেই মুক্ত। (বাইহাকী)

হযরত ইকরামা (রাঃ) ইবনে আবি জাহলের ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ইকরামা ইবনে আবি জাহলের স্ত্রী হযরত উম্মে হাকীম বিনতে হারেস ইবনে হিশাম ইসলাম গ্রহণ করিবার পর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইকরামা আপনার নিকট হইতে ইয়ামানের দিকে পালাইয়া গিয়াছে। সে আশঙ্কা করিতেছিল যে, আপনি তাহাকে কতল করিয়া দিবেন। অতএব তাহাকে নিরাপত্তা দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে নিরাপদ।

ইকরামার স্ত্রী হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) তাহার রোমদেশীয়

www.BANGLAKITAB.com

গোলামকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর সন্ধানে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে গোলাম তাহাকে অপকর্মের জন্য ফুসলাইতে আরম্ভ করিল। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) তাহাকে আশা দিয়া দিয়া আক্কের এক গোত্রের নিকট যাইয়া উঠিলেন এবং তাহাদের নিকট গোলামের ব্যাপারে সাহায্য চাহিলেন। গোত্রের লোকেরা গোলামকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিল। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) ইকরামার নিকট এমন সময় পৌছিলেন যখন তিনি তেহামার সমুদ্রোপকূলে পৌছিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিলেন। নৌকার মাঝি বলিতে লাগিল, এখলাসের কলেমা পড়িয়া লও। ইকরামা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিব? মাঝি বলিল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইকরামা বলিলেন, আমি তো এই কলেমা হইতেই পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ)ও সেখানে পৌছিলেন এবং কাপড় নাড়াইয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং এই বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন যে, হে আমার চাচাত ভাই, আমি তোমার কাছে এমন ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি যিনি সর্বাধিক সম্পর্ক স্থাপনকারী, সর্বাপেক্ষা সদাচারী ও উত্তম ব্যক্তি। তুমি নিজেকে নিজে ধ্বংস করিও না। ইকরামা এই সকল কথা শুনিয়া থামিলে হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) তাহার নিকট পৌছিয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তোমার জন্য নিরাপত্তা চাহিয়া লইয়াছি। ইকরামা (অবাক হইয়া) বলিলেন, সত্যই তুমি নিরাপত্তা লইয়াছ? হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি তাঁহার সহিত এই ব্যাপারে আলাপ করিয়াছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। অতএব ইকরামা তাহার সহিত ফেরৎ রওয়ানা হইলেন। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) পথিমধ্যে রুমী গোলামের ঘটনা সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিলেন। ইকরামা (ক্ষুব্ধ হইয়া) গোলামটিকে কতল করিয়া দিলেন। তিনি তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না।

ইকরামা যখন মক্কার নিকটবর্তী হইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, ইকরামা ইবনে

আবি জাহল মুমিন ও মুহাজির হিসাবে তোমাদের নিকট আগমন করিতেছে। তোমরা তাহার পিতাকে গালমন্দ করিও না ; কারণ মৃতকে গালমন্দ করিলে তাহার জীবিত আত্মীয়–স্বজন কষ্ট পায়, মৃতের নিকট তাহা পৌছায় না।

বর্ণনাকারী বলেন, (মক্কায় চলার পথে) ইকরামা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্ত্রী অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং বলিলেন, তুমি কাফের আর আমি মুসলমান, এমতাবস্থায় ইহা সম্ভব নহে। ইকরামা বলিলেন, যে বিষয়টি তোমাকে আমার সহিত মিলন হইতে বাধা দিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট বিষয়। অতঃপর (মক্কা পৌছিবার পর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকরামাকে দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে এরূপ দ্রুত উঠিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন যে, চাদর গায়ে দিবার কথাও খেয়াল রহিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলে ইকরামা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পাশে মুখে নেকাব ঢাকা তাহার স্ত্রী। ইকরামা বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, (আমার) এই স্ত্রী আমাকে বলিয়াছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে, তুমি নিরাপদ। ইকরামা বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি কিসের প্রতি আহবান জানাইয়া থাকেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এই আহবান জানাই যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আর নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে এবং এই এই কাজ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় ইসলামী আমলের উল্লেখ করিলেন। ইকরামা বলিলেন, খোদার কসম, আপনি হক ও অতি উত্তম এবং সুন্দর কথার প্রতিই দাওয়াত দিয়াছেন। খোদার কসম, আপনার এই দাওয়াতের পূর্বেও আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ও সদাচারী ছিলেন। অতঃপর ইকরামা বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ

www.BANGLAKITAB.com

নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তারপর হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে ভাল কিছু শিখাইয়া দিন যাহা আমি পড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বল—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ –

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, আর কি বলিব? তিনি বলিলেন, তুমি বল, আমি আল্লাহ ও উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি একজন মুসলমান মুজাহিদ মুহাজির। হযরত ইকরামা (রাঃ) তাহা বলিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ তুমি আমার নিকট যে কোন জিনিস চাহিবে, যদি তাহা আমরা সাধ্যে থাকে তবে অবশ্যই আমি তোমাকে দান করিব। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার নিকট ইহাই চাহিতেছি যে, (আজ পর্যন্ত) আমি আপনার সহিত যত শত্রুতা করিয়াছি বা আপনার বিরুদ্ধে সফর করিয়াছি, অথবা আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি এবং আপনার সম্মুখে বা অনুপস্থিতিতে আপনার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, আমার এই সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! সে (অর্থাৎ ইকরামা) আমার সহিত যত শত্রুতা করিয়াছে বা সে আপনার নূরকে নিভাইবার উদ্দেশ্যে যে কোন সফর করিয়াছে তাহা মাফ করিয়া দিন এবং আমার সাক্ষাতে অসাক্ষাতে আমাকে যে কোন প্রকার অপমান করিয়াছে তাহা মাফ করিয়া দিন। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তারপর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজ পর্যন্ত আল্লাহর পথে

অন্তরায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ ব্যয় করিয়াছি এখন উহার দ্বিগুণ আল্লাহর পথে ব্যয় করিব এবং যে পরিমাণ আল্লাহর পথে বাধা দানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়াছি এখন উহার দ্বিগুণ আল্লাহর পথে জিহাদ করিব। অতএব পরবর্তীতে হযরত ইকরামা (রাঃ) জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইকরামা (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীকে পূর্ববিবাহের উপর বহাল রাখিয়াছেন। নতুনভাবে বিবাহ পড়ান নাই।

ওয়াকেদী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন (প্রথম দিকে মুসলমানদের পরাজয়ের দৃশ্য দেখিয়া) সোহাইল ইবনে আমর বলিল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার সাহাবীদের জন্য এই পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ (কখনও) সম্ভব হইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইকরামা (রাঃ) তখন প্রতিউত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এমন কথা নহে বরং জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা নাই। আজ যদি তাঁহার পরাজয় হয় তবে কাল আবার বিজয় হইবে। সুহাইল বলিল, খোদার কসম, তুমি ত কিছুদিন পূর্বেও তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছ। (এখন আবার তাঁহার পক্ষে কথা বলিতেছ!) হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, হে আবু ইয়াযীদ! খোদার কসম, আমরা ভুলপথে প্রচেষ্টা চালাইতে ছিলাম। আমরা কেমন নির্বোধ ছিলাম যে, পাথর পূজা করিতাম যাহা না ক্ষতি করিতে পারে, না উপকার করিতে পারে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত ইকরামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার আগমনে অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে উঠিয়া তাহার প্রতি আগাইয়া গেলেন।

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ (আমার) এই স্ত্রী আমাকে বলিয়াছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিরাপদ। আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আর আপনি মানবকূলে সর্বাপেক্ষা সদাচারী, সত্যবাদী ও ওয়াদাপালনকারী। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি কথাগুলি বলিবার সময় অতিশয় লজ্জার দরুন মাথা তুলিতে পারিতেছিলাম না। তারপর বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার সহিত যতরকম শত্রুতা করিয়াছি এবং শিরিককে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যত সফর করিয়াছি তাহা মাফ করিয়া দিবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইকরামা আমার সহিত যত শত্রুতা করিয়াছে এবং আপনার পথে বাধাদানের উদ্দেশ্যে যত সফর করিয়াছে, আপনি তাহার এই সকল গুনাহকে মাফ করিয়া দিন।

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার জানামতে যাহা উত্তম তাহা আমাকে বলিয়া দিন, যেন আমিও তাহা জানিতে পারি। তিনি বলিলেন, বল, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল।' আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিতে থাক।

অতঃপর হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, খোদার কসম, আমি আজ পর্যন্ত আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ ব্যয় করিয়াছি এখন আল্লাহর পথে উহার দ্বিগুণ ব্যয় করিব এবং যে পরিমাণ আল্লাহর পথে বাধাদানের জন্য যুদ্ধ করিয়াছি এখন উহার দ্বিগুণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিব। অতএব হযরত ইকরামা (রাঃ) পূর্ণোদ্যমে

জিহাদে শরীক হইতে লাগিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে আজনাদাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজ্জের বৎসর হযরত ইকরামা (রাঃ)কে হাওয়াযেন গোত্রের সদকা উসূল করিবার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় তিনি (ইয়ামানের) তাবালাহ নামক স্থানে ছিলেন।

(হাকেম)

হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কেনানা গোত্রীয়া স্ত্রী বাগুম বিনতে মুআদ্দাল (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্বয়ং সফওয়ান ইবনে উমাইয়া পালাইয়া একটি পাহাড়ী ঘাঁটিতে আত্মগোপন করিলেন। সফওয়ানের সহিত তাহার ইয়াসার নামীয় গোলাম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তিনি গোলামকে বলিতে লাগিলেন, তোর নাশ হউক! দেখতো সামনের দিক হইতে কে আসিতেছে? গোলাম বলিল, ইনি ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ)। সফওয়ান বলিলেন, ওমায়েরকে দিয়া কি করিব? খোদার কসম, সে নিশ্চয় আমাকে কতল করিবার উদ্দেশ্যেই আসিতেছে। সে তো আমার বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সাহায্য করিয়াছে। ইতিমধ্যে হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। সফওয়ান বলিলেন, হে ওমায়ের, তুমি এ যাবৎ আমার সহিত যাহা কিছু করিয়াছ, তাহা কি যথেষ্ট হয় নাই? তুমি নিজের ঋণ ও পরিবার পরিজনের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছ, তারপর এখন আমাকে কতল করিতে আসিয়াছ। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, হে আবু ওহব, আমার প্রাণ তোমার জন্য উৎসর্গিত হউক। আমি মানবকুলে সর্বাপেক্ষা সদাচারী ও সৎসম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির নিকট হইতে তোমার নিকট

www.BANGLAKITAB.com

আসিয়াছি। হযরত ওমায়ের (রাঃ) ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিয়াছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাওমের সরদার নিজেকে সমুদ্রে ডুবাইয়া শেষ করিবার জন্য পালাইয়া গিয়াছে। সে এই আশঙ্কা করিতেছিল যে, আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দিবেন না। আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিলাম।

হযরত ওমায়ের (রাঃ) সফওয়ানের সন্ধানে বাহির হইলেন এবং তাহার নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেন। সফওয়ান বলিলেন, না, খোদার কসম, যতক্ষণ না তুমি তাঁহার নিকট হইতে এমন কোন চিহ্ন আনিবে যাহা আমি চিনিতে পারি, ততক্ষণ আমি তোমার সহিত কিছুতেই যাইব না। (হযরত ওমায়ের (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া ইহা ব্যক্ত করিলেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার পাগড়ী লইয়া যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় যে চাদরখানি তাঁহার মাথায় বাঁধা ছিল উহা সেই ইয়ামানী চাদর ছিল। হযরত ওমায়ের (রাঃ) উহা লইয়া দ্বিতীয়বার সফওয়ানের সন্ধানে বাহির হইলেন এবং তাহার নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, হে আবু ওহব! আমি তোমার কাছে এমন ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি যিনি সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম, সৎসম্পর্ক স্থাপনকারী, সকল মানুষ অপেক্ষা সদাচারী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল। তাঁহার মর্যাদা তোমারই মর্যাদা, তাঁহার সম্মান তোমারই সম্মান। তাঁহার রাজত্ব তোমারই রাজত্ব। তোমারই বংশের লোক। আমি তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করাইতেছি। সফওয়ান বলিলেন, আমি নিজের ব্যাপারে কতল হইবার আশঙ্কা করিতেছি। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, তিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের

দাওয়াত দিয়াছেন। যদি তুমি খুশীমনে তাহা গ্রহণ কর তবে তো কোন কথাই নাই, অন্যথায় তিনি তোমাকে দুইমাস সময় দান করিবেন। তিনি সর্বাপেক্ষা ওয়াদা পালনকারী ও সদাচারী। তিনি তোমার নিকট তাঁহার সেই চাদর প্রেরণ করিয়াছেন যাহা মাথায় বাঁধিয়া তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তুমি উহা দেখিলে চিনিতে পারিবে কি? সফওয়ান বলিলেন, হাঁ, চিনিতে পারিব। হযরত ওমায়ের (রাঃ) উহা বাহির করিলে সফওয়ান বলিলেন, হাঁ, ইহা সেই চাদর।

অতঃপর সফওয়ান ফিরিয়া আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন তিনি মসজিদে লোকদেরকে আসরের নামায পড়াইতেছেন। তাহারা উভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সফওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, মুসলমানগণ দিনে রাতে কতবার নামায আদায় করে? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, পাঁচ বার। সফওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ই কি তাহাদের নামায পড়ান? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, হাঁ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাইবার পর সফওয়ান উচ্চস্বরে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, ওমায়ের ইবনে ওহব আমার নিকট আপনার চাদর লইয়া আসিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, আপনি আমাকে আপনার নিকট আসিতে বলিয়াছেন। আমার ইচ্ছা হইলে আমি ইসলাম গ্রহণ করিব, অন্যথায় আপনি আমাকে দুই মাসের সময় প্রদান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু ওহব, সওয়ারী হইতে নামিয়া আস। সফওয়ান বলিলেন, না, খোদার কসম, আগে আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তোমাকে চার মাসের সময় দেওয়া হইল। এই কথা শুনিয়া সফওয়ান সওয়ারী হইতে নামিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের সঙ্গে লইয়া) হাওয়াযেন গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। সফওয়ানও এই সফরে

www.BANGLAKITAB.com

তাঁহার সহিত গেলেন। তিনি তখনও মুসলমান হন নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফওয়ানের নিকট লোক মারফৎ তাহার যুদ্ধাস্ত্র ধার হিসাবে চাহিলে তিনি একশত লৌহবর্ম ও উহার সাজসরঞ্জাম ধার দিলেন। ধার দিবার সময় সফওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এই যুদ্ধাস্ত্র স্বেচ্ছায় দিব না আপনি জোরপূর্বক নিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নিকট হইতে ধার হিসাবে লইতেছি যাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। সুতরাং বর্মগুলি ধার হিসাবে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে বর্মগুলি তিনি নিজেই আপন উটের উপর বহন করিয়া হুনাইনে গেলেন এবং হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে শরীক থাকিলেন। তায়েফের যুদ্ধ শেষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেএররানায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া গনীমতের মালামাল দেখিতেছিলেন তখন সফওয়ানও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সফওয়ান ইবনে উমাইয়া উট বকরী ও উহার রাখাল দ্বারা পরিপূর্ণ জেএররানার পাহাড়ঘেরা ময়দানের দিকে দেখিতে লাগিলেন এবং একদৃষ্টে ময়দানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাকে আড়চোখে দেখিতেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু ওহব! (গনীমতের মালামালে পরিপূর্ণ) এই ময়দান কি তোমার পছন্দ হইতেছে? সফওয়ান বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ময়দান ও উহাতে যত মালামাল আছে সবই তোমাকে দেওয়া হইল। (ইহা শুনিয়া) সফওয়ান বলিলেন, নবী ব্যতীত আর কেহ এরূপ দানের হিম্মৎ করিতে পারে না। অতঃপর সেখানেই কালিমায়ে শাহাদাৎ—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ –

পাঠ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (কান্য)

অপর এক রেওয়ায়াতে উমাইয়া ইবনে সফওয়ান নিজ পিতা

সফওয়ান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের সময় সফওয়ানের নিকট হইতে কিছু বর্ম ধার চাহিলে তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, জোরপূর্বক নিবেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং নিজ দায়িত্বে ধার হিসাবে লইতেছি। (অর্থাৎ নষ্ট বা হারাইয়া গেলে উহার ক্ষতিপূরণ দিব।) বর্ণনাকারী বলেন, কিছুসংখ্যক বর্ম যুদ্ধে হারাইয়া গিয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সকল হারানো বর্মের ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিলে সফওয়ান বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ তো আমার অন্তরে ইসলামের আগ্রহ জন্মিয়াছে। (সুতরাং আমি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিব না।)

হযরত হুওয়াইতিব ইবনে আব্দিল ওয্যা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

মুনযির ইবনে জাহাম (রহঃ) বলেন, হুওয়াইতিব ইবনে আব্দিল ওয্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, মক্কা বিজয়ের বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন, তখন আমি ভীষণ ভয় পাইয়া গেলাম। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পরিবার পরিজনকে বিভিন্ন স্থানে সরাইয়া দিলাম। যাহাতে তাহারা নিরাপদ থাকে এবং আমি নিজে আওফের বাগানে যাইয়া উঠিলাম। একদিন হঠাৎ হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার সহিত আমার এককালে খুব বন্ধুত্ব ছিল, আর বন্ধুত্ব সবসময় কাজে আসে। কিন্তু আমি তাহাকে দেখিয়াই (ভয়ে) পালাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি বলিলেন, হে আবু মুহম্মাদ! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক (অর্থাৎ হাজির)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ভয়ের কারণে পালাইতেছি। তিনি বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি আল্লাহর নিরাপত্তায় নিরাপদ আছ। অতএব আমি তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া সালাম দিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি তোমার ঘরে যাও। আমি বলিলাম,

WWW.BANGLAKITAB.COM

আমার ঘরে যাইবার কোন পথ আছে কি? খোদার কসম, আমার মনে হয় না আমি ঘর পর্যন্ত জীবিত পৌঁছিতে পারিব। আমি তো পথেই মারা পড়িব অথবা আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে কতল করিয়া দেওয়া হইবে। আর আমার পরিবার পরিজন বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে এক জায়গায় একত্রিত কর, আমি তোমার সহিত তোমার ঘর পর্যন্ত যাইব। অতএব তিনি আমার সহিত ঘর পর্যন্ত গেলেন এবং পথে উচ্চস্বরে আওয়ায দিতে লাগিলেন, 'হুওয়াইতিব নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে, কেহ যেন তাহার উপর আক্রমন না করে।'

অতঃপর হযরত আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি যাহাদিগকে কতল করিবার আদেশ দিয়াছি তাহার ব্যতীত সমস্ত লোকজন কি নিরাপত্তা লাভ করে নাই? হযরত হুওয়াইতিব বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম এবং আমার পরিবার পরিজনকে ঘরে লইয়া আসিলাম। হযরত আবু যার (রাঃ) পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, কতদিন আর এইভাবে কাটাইবে? কতক্ষণ এইরূপ থাকিবে? তুমি সকল জেহাদের ময়দান হইতে পিছনে পড়িয়া গিয়াছ। কল্যাণের অনেক সুযোগ তোমার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক সুযোগ এখনো বাকী আছে। কাজেই তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ থাকিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষ অপেক্ষা সদাচারী, সৎ সম্পর্ক স্থাপনকারী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল। তাঁহার মর্যাদা তোমারই মর্যাদা, তাঁহার সম্মান তোমারই সম্মান। হুওয়াইতিব বলেন, আমি বলিলাম, আমি আপনার সহিত যাইব এবং তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইব। অতএব আমি তাহার সহিত বাহির হইলাম এবং বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার মাথার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম এবং হযরত আবু যার (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাকে কিভাবে সালাম দিতে হয়। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, বল—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

হুওয়াইতিব বলেন, আমি তাঁহাকে সালাম দিলে তিনি জবাবে বলিলেন, তোমার উপর সালাম হউক, হে হুওয়াইতিব! আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন।

হযরত হুওয়াইতিব (রাঃ) বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তিনি আমার নিকট কিছু ঋণ চাহিলেন। আমি তাহাকে চল্লিশ হাজার দেরহাম ঋণ হিসাবে প্রদান করিলাম। হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে হুনাইনের গনীমত হইতে একশত উট দান করিলেন।

জাফর ইবনে মাহমূদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ আশহালী (রহঃ) হইতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, অতঃপর হযরত হুওয়াইতিব (রাঃ) বলিয়াছেন যে, কোরাইশের যে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মক্কা বিজয় পর্যন্ত নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের উপর অটল ছিল তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে মক্কা বিজয়কে আমার ন্যায় এত অধিক অপছন্দ করে। কিন্তু তকদীরে যাহা থাকে তাহাই ঘটে। বদরের যুদ্ধে আমিও মুশরিকদের সঙ্গে ছিলাম। সেই যুদ্ধে আমি অনেক শিক্ষণীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি আসমান-যমীনের মাঝখানে ফেরেশতাদিগকে

www.BANGLAKITAB.com

অবতরণ করিতে এবং কাফেরদিগকে কতল করিতে ও বন্দী করিতে দেখিয়াছি। আমি তখন মনে মনে বলিয়াছি যে, গায়েবী ভাবে এই ব্যক্তিকে হেফাজত করা হইতেছে এবং আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করি নাই। অতঃপর আমরা পরাজিত হইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলাম এবং কোরাইশগণও একে একে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং উহাতে শরীক ছিলাম। সন্ধির ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছি। অবশেষে সন্ধি চূড়ান্ত হইল। এই সকল ঘটনার দ্বারা ইসলাম উন্নতি লাভ করিতে থাকিল এবং আল্লাহ তায়ালা যাহা চাহিলেন তাহাই করিলেন। সন্ধিপত্র লেখা হইবার পর আমি উহার সর্বশেষ সাক্ষী হইলাম। আমি তখন মনে মনে বলিলাম, যদিও কোরাইশগণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে (আজ) মুখের জোরে ফিরাইয়া দিয়া আনন্দলাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে এমন জিনিসই দেখিবে যাহা তাহাদের মোটেও ভাল লাগিবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাযা ওমরা আদায় করিবার জন্য আসিলেন এবং কোরাইশগণ মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেল তখন কোরাইশের কতিপয় লোক সহ আমি ও সুহাইল ইবনে আমর মক্কায় রহিয়া গেলাম। আমাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সময় শেষ হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহির হইয়া যাইতে বলিব। সুতরাং তিন দিন পর আমি ও সুহাইল ইবনে আমর যাইয়া বলিলাম, শর্ত অনুযায়ী আপনার সময় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আপনি এখন আমাদের শহর হইতে বাহির হইয়া যান। তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে বেলাল, (এই ঘোষণা করিয়া দাও যে,) যে সকল মুসলমান আমাদের সহিত আসিয়াছে তাহাদের কেহ যেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত মক্কায় না থাকে। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বেই যেন মক্কা হইতে বাহির হইয়া যায়।) (হাকেম)

হযরত হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইকরামা (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হারেস ইবনে হেশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিআহ হযরত উম্মে হানী বিনতে আবি তালিব (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহিয়া বলিলেন, আমরা উভয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তিনি তাহাদের উভয়কে আশ্রয় দান করিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) সেখানে আসিলেন এবং তিনি উভয়কে দেখিয়া তলোয়ার উত্তোলন করতঃ তাহাদের উপর আক্রমন করিতে উদ্যত হইলেন। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) (তাহাদিগকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে) হযরত আলী (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, সমস্ত লোকদের মধ্যে তুমিই আমার সহিত এই ব্যবহার করিতেছ? তাহাদিকে যদি মারিতে হয় তবে প্রথমে আমাকে শেষ করিয়া দাও। হযরত আলী (রাঃ) এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন যে, তুমি মুশরিকদিগকে আশ্রয় দান করিতেছ?

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপন মায়ের পেটের ভাই আলী আমার সহিত এমন ব্যবহার করিয়াছে যে, তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি আমার দুই মুশরিক দেওরকে আশ্রয় দান করিয়াছি আর আলী তাহাদিগকে কতল করিবার জন্য আক্রমন করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার এরূপ করা উচিত হয় নাই। তুমি যাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছ আমরাও তাহাদেরকে আশ্রয় দান করিলাম। তুমি যাহাদিগকে নিরাপত্তা দিয়াছ আমরাও তাহাদেরকে নিরাপত্তা দান করিলাম। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের উভয়কে এই সংবাদ দিলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন।

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর কেহ আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ দিল যে, হারেস ইবনে হেশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিআহ তো জাফরানী চাদর পরিধান করিয়া গর্বভরে নিজের মজলিসে বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তাহাদের সহিত কোনপ্রকার দুর্ব্যবহার করিতে পারিবে না। কারণ আমরা তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিয়াছি।

হারেস ইবনে হেশাম বলেন, আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সকল ময়দানে মুশরিকদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছেন। এখন আমি যখন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইব এবং তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করিবেন তখন আমার কতই না লজ্জা হইবে। কিন্তু আবার তাঁহার সদ্ব্যবহার ও দয়ার কথা স্মরণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করিতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে আমার প্রতি চাহিলেন এবং থামিয়া গেলেন। আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া সালাম দিলাম এবং কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলাম। তিনি বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তোমার ন্যায় ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিতে পারে না। হযরত হারেস (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমিও মনে করি যে, ইসলামের ন্যায় দ্বীন হইতে অজ্ঞ থাকা উচিত নহে। (হাকেম)

হযরত নুযায়ের ইবনে হারেস আবদারী (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে শুরাহবীল আবদারী (রাঃ) বলেন, হযরত নুযায়ের ইবনে হারেস (রাঃ) লোকদের মধ্যে বড় আলেম ছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি বাপ-দাদার ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করিবার পূর্বেই আমাদিগকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত

করিয়াছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করিয়া আমাদের উপর দয়া করিয়াছেন। আমি (তাঁহার বিপক্ষে) কোরাইশদের সহিত সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়াছি। অবশেষে মক্কা বিজয়ের বৎসর তিনি যখন হুনাইনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন তখন আমরাও তাহার সহিত বাহির হইলাম। আমাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরাজিত হন তবে আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিব। কিন্তু আমরা তাহা করিতে পারিলাম না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জেএররানায় গেলেন, খোদার কসম, আমি তখনও পূর্বের ন্যায় ইচ্ছা পোষণ করিতে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে খুবই আনন্দিত দেখিলাম। তিনি বলিলেন, হে নুযায়ের! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক (অর্থাৎ উপস্থিত, জনাব)। তিনি বলিলেন, তুমি হুনাইনের দিন যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলে তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক উত্তম। নুযায়ের বলেন, আমি দ্রুত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি বলিলেন, এখন তোমার আপন ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, এই ব্যাপারে আমি পূর্ব হইতেই চিন্তা করিতেছি। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ, তাহার দৃঢ়তাকে বৃদ্ধি করিয়া দিন। নুযায়ের বলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি তাঁহাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, (তাঁহার এই দোয়ার বরকতে) দ্বীনের উপর দৃঢ়তায় ও হকের সাহায্যের ব্যাপারে আমার অন্তর পাথরের ন্যায় অবিচল (ও অটল) হইয়া গেল। তারপর আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ী আসিবার কিছুক্ষণ পরই বনু দুআলের এক ব্যক্তি আসিয়া বলিতে লাগিল য, হে আবুল হারেস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে একশত উট প্রদানের হুকুম দিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে তুমি আমাকে কিছু দাও, কারণ আমি ঋণগ্রস্ত।

নুযায়ের বলেন, আমি এই উটগুলি গ্রহণ না করিবার ইচ্ছা করিলাম।

www.BANGLAKITAB.com

ভাবিলাম, নিশ্চয় ইহা একমাত্র আমার মন আকর্ষণ করিবার জন্য করা হইয়াছে। ইসলামের উপর আমি কোন রিশওয়াত (অর্থাৎ ঘুষ) গ্রহণ করিব না। তারপর ভাবিলাম, খোদার কসম, আমি তো তাঁহার নিকট ইহার কোন আশা করি নাই এবং ইহার জন্য আবেদনও জানাই নাই। (কাজেই উটগুলি গ্রহণ করিতে অসুবিধা কোথায়!) সুতরাং আমি উহা গ্রহণ করিলাম এবং তন্মধ্য হইতে বনু দুআলের উক্ত ব্যক্তিকে দশটি উট দিয়া দিলাম। (এসাবাহ)

তায়েফবাসী সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সাকীফের বিরুদ্ধে (তায়েফের) যুদ্ধ হইতে ফেরৎ রওয়ানা হইলে (বনু সাকীফের) ওরওয়া ইবনে মাসউদ তাঁহার পিছনে রওয়ানা হইলেন এবং মদীনায় পৌঁছিবার পূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ইসলামের দাওয়াত লইয়া নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা তোমাকে কতল করিয়া দিবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পূর্বেকার আচার-আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে জানিতেন যে, তাহাদের স্বভাবে একপ্রকার অহঙ্কার ও জিদ রহিয়াছে। কিন্তু হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা আমাকে তাহাদের কুমারী মেয়েদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। আর আসলেও তিনি তাহাদের মধ্যে প্রিয় ও মান্যবর ছিলেন।

অতএব তিনি নিজ কাওমকে ইসলামের দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। কাওমের নিকট আপন পূর্ব মর্যাদার উপর ভরসা করিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাহারা বিরোধিতা করিবে না। তিনি নিজ ঘরের উপর তলায় আরোহনপূর্বক কাওমকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথাও প্রকাশ করিলেন।

কাওমের লোকেরা চারিদিক হইতে তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। একটি তীর তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইলে তিনি শাহাদাত বরণ করিলেন। আহত হইবার পর কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার এই খুনের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইহা এমন এক সম্মান যাহা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন এবং ইহা এমন এক শাহাদাত যাহা আল্লাহ তায়ালা আমার ভাগ্যে লিখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইখান অর্থাৎ তায়েফ হইতে ফিরিয়া যাইবার পূর্বে যাহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া শাহাদাত বরণ করিয়াছেন, তাহাদের জন্য যে মর্যাদা আমার জন্যও একই মর্যাদা। অতএব আমাকে ও তাহাদের সহিত দাফন করিবে। (তাহার এই ওসিয়ত অনুযায়ী) লোকেরা তাহাকে অন্যান্য শহীদানের সহিত দাফন করিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওরওয়া (রাঃ) সম্পর্কেই বলিয়াছিলেন যে, সূরায়ে ইয়াসীনে বর্ণিত ব্যক্তি (হাবীবে নাজ্জার)এর সহিত তাঁহার কাওম যে ব্যবহার করিয়াছিল ওরওয়ার কাওমও তাহার সহিত একই ব্যবহার করিল।

হযরত ওরওয়া (রাঃ)এর শাহাদাতের কয়েক মাস পর বনু সাকীফের লোকেরা পরামর্শের জন্য বসিল এবং তাহারা ভাবিয়া দেখিল যে, আশেপাশে সমস্ত আরব গোত্রগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত হইয়া গিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই আশেপাশের এইসকল আরবদের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। তারপর তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাহারা আব্দে ইয়ালীল ইবনে আমর সহ 'আহলাফ'ভুক্ত (অর্থাৎ অঙ্গীকারাবদ্ধ) গোত্রসমূহ হইতে দুইজন ও বনু মালেক গোত্রের তিনজনকে প্রেরণ করিল। তাহারা মদীনার নিকটবর্তী কানাতে অবতরণ করিলে সেখানে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ)এর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি পর্যায়ক্রমে নিজের পালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের উট চরাইতেছিলেন। বনু সকীফের এই প্রতিনিধি দলকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের এই আগমনের সুসংবাদ দিবার জন্য তিনি দ্রুত রওয়ানা হইলেন। পথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর সহিত দেখা হইলে তিনি তাহাকে সাকীফের প্রতিনিধি দলের সংবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কিছু শর্ত মানিয়া লইলে এবং তাহাদের কাওমের নিকট পত্র লিখিয়া দিলে তাহারা বাইআত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত মুগীরা (রাঃ)কে বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিতেছি যে, তুমি আমার আগে যাইবে না, বরং আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিব। হযরত মুগীরা (রাঃ) ইহাতে সম্মত হইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের আগমন সংবাদ দিলেন। অপরদিকে হযরত মুগীরা (রাঃ) প্রতিনিধি দলের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং শেষবেলায় নিজের উটগুলি সহ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। ইতিমধ্যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিবার নিয়ম পদ্ধতি তাহাদিগকে শিখাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা জাহিলিয়াতের নিয়মেই সালাম দিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের জন্য মসজিদের ভিতর তাঁবু টানানো হইল এবং হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) তাহাদের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে কথা আদান-প্রদানের দায়িত্ব পালন করিলেন। হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তাহাদের জন্য খাবার আনিয়া নিজে প্রথম না খাইলে তাহারা উহা হইতে খাইত না। হযরত খালেদ (রাঃ)ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, বনু সাকীফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যে সকল শর্তাবলী উল্লেখ করিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি এই ছিল যে, তাগিয়া নামক মূর্তি তাহাদের জন্য তিন বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে সম্মত হইলেন না। তাহারা এক এক বৎসর করিয়া কম করিতে থাকিল। অবশেষে তাহারা কাওমের নির্বোধ লোকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাহাদের মদীনায় আগমনের দিন হইতে একমাস কাল সময় চাহিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনরূপ সময় দিতে রাজী হইলেন না। বরং হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত প্রেরণ করিলেন। তাহারা ইহাও শর্ত রাখিয়াছিল যে, নামায পড়িবে না এবং নিজেদের মূর্তিগুলি তাহারা নিজ হাতে ভাঙ্গিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের নিজ হাতে মূর্তি না ভাঙ্গার বিষয়টি মানিয়া লইলাম, তবে নামায পড়িবে না ইহা হইতে পারে না। কারণ যে দ্বীনে নামায নাই উহাতে কোন প্রকার কল্যাণ নাই। তাহারা বলিল, ঠিক আছে, আমরা নামায পড়িব যদিও তাহা একটি নীচ কাজ।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাহাদিগকে মসজিদে অবস্থান করাইলেন, যেন তাহাদের মন নরম হয়। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে শর্ত আরোপ করিল যে, তাহাদিগকে জেহাদের উদ্দেশ্যে সমবেত করা হইবে না, তাহাদের নিকট হইতে ওশর (ফসলের দশমাংশ) উসুল করা হইবে না, তাহারা নামায পড়িবে না এবং ভিন্নগোত্রের কাহাকেও তাহাদের উপর আমীর নিযুক্ত করা হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের তিনটি শর্ত মঞ্জুর করা হইল।

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ—তোমাদিগকে জেহাদে যাইতে বলা হইবে না, তোমাদের ওশর উসুল করা হইবে না এবং ভিন্ন গোত্রের কাহাকেও তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করা হইবে না। (তবে নামায পড়িতে হইবে।) কারণ, যে দ্বীনে নামায নাই সে দ্বীনে কোন প্রকার কল্যাণ নাই। হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে কোরআন শিক্ষা দিন এবং আমাকে আমার কাওমের ইমাম বানাইয়া দিন।

ওহব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের (রাঃ)এর নিকট সকীফ গোত্রের বাইআতের ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই শর্ত পেশ করিয়াছিল যে, তাহারা যাকাত প্রদান করিবে না এবং জেহাদে অংশগ্রহণ করিবে না। পরবর্তীতে হযরত জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথাও বলিতে শুনিয়াছেন যে, ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহারা যাকাতও দিবে জেহাদও করিবে। (বিদায়াত)

হযরত আওস ইবনে হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমরা সকীফের প্রতিনিধিদলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আহলাফের (অর্থাৎ অঙ্গীকারাবদ্ধ গোত্রের) লোকেরা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর নিকট অবস্থান করিল এবং বনু মালেক গোত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একটি তাঁবুতে স্থান করিয়া দিলেন। তিনি প্রত্যহ এশার নামাযের পর আমাদের নিকট আসিতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের সহিত কথা বলিতেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর দরুন তিনি বারবার পা বদল করিতেন। নিজের কাওম কোরাইশের পক্ষ হইতে তিনি যে সকল কষ্ট পাইয়াছেন তাহাই বেশীর ভাগ আলোচনা করিতেন। তারপর বলিতেন, 'আমি (এই সকল কষ্টের কারণে) কোন দুঃখ করি না। কারণ তখন মক্কায় আমাদিগকে দুর্বল ও অসহায় মনে করা হইত। কিন্তু মদীনায় আসিবার পর তাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধের পালা আরম্ভ হইল। কখনও আমরা জয়লাভ করিতাম কখনও তাহারা জয়লাভ করিত।'

হযরত আওস (রাঃ) বলেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট নির্দিষ্ট সময় হইতে কিছু দেরী করিয়া আসিলেন। আমরা বলিলাম, আপনি আজ দেরী করিয়া আসিয়াছেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি প্রত্যহ যে পরিমাণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি আজ উহার কিছু অংশ বাকী রহিয়া গিয়াছিল। তাহা শেষ না করিয়া আসিতে মন চাহিল না। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর নিজের ইসলামকে প্রকাশ করিলেন এবং আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কাওমের সকলের নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিলেন এবং স্বভাব প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল ছিল। তিনি কোরাইশের মধ্যে তাহাদের বংশ পরিচয় ও তাহাদের মধ্যেকার ভাল-মন্দ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখিতেন। নিতান্ত সচ্চরিত্র ও সৎকর্মশীল ব্যবসায়ী ছিলেন। কাওমের লোকেরা তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহার জ্ঞানের প্রসারতা, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও সদাচারণ ইত্যাদি বহু কারণে মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিত। এইভাবে যাহারা তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহার মজলিসে বসিত তাহাদের মধ্য হইতে নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে তিনি আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমার জানামতে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে

www.BANGLAKITAB.com

উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন, কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন এবং তাহাদিগকে ইসলামের হক সম্পর্কে অবহিত করিলেন। তাহারা সকলেই ঈমান আনয়ন করিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এইদলের সংখ্যা আটজন ছিল। যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আনিত তাঁহার সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনয়ন করিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

আসবাক বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর গোলাম ছিলাম এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলাম। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন এবংবলিতেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে তবে আমি আমার আমানতের ব্যাপারে তোমার সাহায্য গ্রহণ করিতাম। কারণ তুমি অমুসলমান থাকা অবস্থায় মুসলমানদের আমানতের ব্যাপারে তোমার সাহায্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে জায়েয নহে। আসবাক বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই। তারপর যখন তাঁহার ইন্তেকালের সময় হইল তখন তিনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। আমি তখনও খৃষ্টান ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমার যেখানে খুশী চলিয়া যাও। (অবশ্য হযরত আসবাক পরে মুসলমান হইয়াছিলেন।)

হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়াতে ছিলাম তখন একদিন আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য অযূর পানি আনিলাম। তিনি উহা দ্বারা অযূ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে এই পানি আনিয়াছ? এমন মিষ্টি পানি আমি কখনও দেখি নাই, বৃষ্টির পানিও এরূপ উত্তম নহে। আমি বলিলাম, এই খৃষ্টান বুড়ির ঘর হইতে এই পানি আনিয়াছি। তিনি অযূ করিয়া বুড়ির নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ওহে বুড়ি, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ আল্লাহ তায়ালা (হযরত)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। বুড়ি তাহার মাথার কাপড় সরাইতেই দেখা গেল যে, তাহার মাথার চুল একেবারে সাগামা (ফুলে)র ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। তারপর বলিল, আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি, আমার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। (অর্থাৎ এখন আর ইসলাম গ্রহণের সময় কোথায়?) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন (আমি দাওয়াত দিয়াছি)। (কান্য)

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (রাঃ) ও আরো অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে সঙ্গে করিয়া বনি আব্দিল আশহাল ও বনি যাফরের মহল্লায় লইয়া গেলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর খালাতো ভাই ছিলেন। হযরত আসআদ (রাঃ) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে লইয়া বনু যাফরের একটি বাগানের ভিতর মারাক নামক কূপের নিকট যাইয়া বসিলেন। কিছুলোক যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া সমবেত হইলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয ও হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) সে সময় নিজ কাওম বনু আব্দিল আশহালের সরদার ছিলেন এবং উভয়ে তখনও মুশরিক ও আপন কাওমের ধর্মের উপর ছিলেন। উভয় সর্দার যখন বনি যাফরের বাগানে উক্ত মজলিসের খবর পাইলেন তখন সা'দ উসায়েদকে বলিলেন, 'তোমার বাপ না হোক! তুমি এই দুই ব্যক্তির নিকট যাও, যাহারা আমাদের মহল্লায় আসিয়া আমাদের দুর্বল লোকদিগকে বোকা বানাইতেছে। তাহাদিগকে ধমকাইয়া দাও এবং নিষেধ করিয়া দাও, যেন আমাদের মহল্লায় না আসে। আসআদ ইবনে যুরারার সহিত আমার আত্মীয়তার কথা ত তোমারও জানা আছে। তাহা না হইলে আমি

www.BANGLAKITAB.com

নিজেই এই কাজ করিতাম। সে আমার খালাতো ভাই। এই কারণে আমি তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস পাই না।'

সুতরাং উসায়েদ ইবনে হুযায়ের নিজের বর্শা হাতে লইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) তাহাকে আসিতে দেখিয়া হযরত মুসআব (রাঃ)কে বলিলেন, এই লোকটি আপন কাওমের সরদার, তোমার নিকট আসিতেছে। তুমি তাহার সঙ্গে এখলাসের সহিত কথা বল এবং তোমার সকল শক্তি ব্যয় কর। হযরত মুসআব (রাঃ) বলিলেন, যদি সে বসে তবে তাহার সহিত কথা বলিব।

উসায়েদ ইবনে হুযায়ের আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদের উভয়কে গালাগাল দিয়া বলিলেন, তোমরা আমাদের এখানে কেন আসিয়াছ? আমাদের দুর্বল লোকদেরকে বোকা বানাইতেছ? যদি তোমাদর প্রাণের মায়া থাকে তবে এখান হইতে কাটিয়া পড়। হযরত মুসআব (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি বসিয়া কিছু কথা শুনিবেন? কথা শুনিবার পর যদি আপনার পছন্দ হয় তবে আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন ; আর যদি আপনার অপছন্দ হয় তবে আমরা আপনার অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত থাকিব। উসায়েদ বলিলেন, তুমি খুবই ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছ। সুতরাং মাটির উপর বর্শা গাড়িয়া তিনি তাহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) তাহাকে ইসলাম সম্পর্কে বলিলেন এবং কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত মুসআব ও হযরত আসআদ (রাঃ) বলেন, কোরআন শুনিতেই তাহার চেহারা উজ্জ্বল ও মেজাজ নরম হইয়া গেল এবং তাহার কোন কথা বলিবার পূর্বেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন। অতএব উসায়েদ (রাঃ) বলিলেন, এই দ্বীন কতই না উত্তম, কতই না সুন্দর! এই দ্বীন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তোমরা কি কর? তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনি গোসল করিয়া পবিত্র হউন এবং আপন কাপড় পাক করুন। তারপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করুন এবং নামায পড়ুন। উসায়েদ (রাঃ) উঠিয়া গোসল করিলেন এবং নিজের কাপড় পাক করিয়া কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলেন। তারপর

উঠিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবার পর বলিলেন, আমার পিছনে আরো এক ব্যক্তি রহিয়াছেন। তিনি যদি তোমাদের কথা মানিয়া লন তবে তাহার কাওমের আর কেহ অমান্য করিবে না। আমি এখনই তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইতেছি। তিনি হইলেন সা'দ ইবনে মুআয।

অতঃপর তিনি আপন বর্শা লইয়া সা'দ ও তাহার কাওমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাহারা নিজেদের মজলিসে বসিয়াছিলেন। সা'দ ইবনে মুআয দূর হইতে হযরত উসায়েদ (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়াই বলিলেন, আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় উসায়েদ তোমাদের নিকট হইতে যে চেহারা লইয়া গিয়াছিল উহার পরিবর্তে ভিন্ন চেহারা লইয়া তোমাদের নিকট আসিতেছে। হযরত উসায়েদ (রাঃ) যখন তাহাদের মজলিশের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন সা'দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া আসিয়াছ? হযরত উসায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের উভয়ের সহিত কথা বলিয়াছি। খোদার কসম, তাহাদের কথাবার্তায় আশঙ্কাজনক কোন কিছুই আমি দেখি নাই। আমি তাহাদিগকে নিষেধও করিয়াছি। তাহারা বলিয়াছে, আপনার যাহা মর্জি হয় আমরা তাহাই করিব। কিন্তু আমি এই সংবাদ পাইয়াছি যে, বনু হারেসাহ আসআদ ইবনে যুরারাহকে কতল করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছে। কারণ তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, আসআদ ইবনে যুরারাহ তোমার খালাতো ভাই। (আসআদকে কতল করার দ্বারা) তোমাকে অপমান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহা শুনিয়া সা'দ ইবনে মুআয ক্রোধে অগ্নিশর্ম হইয়া বর্শা হাতে দ্রুত ছুটিলেন। বনু হারেসার সংবাদে তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন এবং হযরত উসায়েদ (রাঃ)কে বলিলেন, খোদার কসম, তোমার দ্বারা কোন কাজই হয় নাই।

অতঃপর সা'দ তাহাদের উভয়ের নিকট আসিলেন। তাহাদিগকে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত উসায়েদ (রাঃ) তাহাকে উভয়ের কথা শুনাইবার জন্য এই ফন্দি করিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইয়া গালাগাল দিতে আরম্ভ করিলেন এবং হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আবু উমামাহ! শুনিয়া রাখ, খোদার কসম, তোমার ও আমার মধ্যে আত্মীয়তা না থাকিলে তুমি কখনও এইরূপ কাজ করিবার কথা ভাবিতেও পারিতে না। তুমি কি আমাদের মহল্লায় এমন জিনিস আনিতে চাও যাহা আমরা পছন্দ করি না। হযরত আসআদ (রাঃ) সা'দকে আসিতে দেখিয়া পূর্বেই হযরত মুসআব (রাঃ)কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, হে মুসআব, খোদার কসম, তোমার নিকট কাওমের এমন এক সরদার আসিতেছেন, যদি তিনি তোমার কথা মানিয়া লন তবে কাওমের মধ্যে দুইজন লোকও আর তোমার বিরোধিতা করিবার মত থাকিবে না।

সুতরাং হযরত মুসআব (রাঃ) সাদকে বলিলেন, আপনি বসিয়া একটু কথা শুনিবেন? শুনিয়া আপনার যদি পছন্দ হয় এবং উহার প্রতি আগ্রহ হয় তবে গ্রহণ করিবেন। আর যদি আপনি পছন্দ না করেন তবে আমরাও আপনার অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত থাকিব। সা'দ বলিলেন, ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছ। তারপর বর্শা গাড়িয়া বসিয়া গেলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) তাহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন এবং কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন।

বর্ণনাকারী মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বলেন, হযরত মুসাআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে সূরা যুখরুফের প্রথম হইতে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হযরত মুসআব ও হযরত আসআদ (রাঃ) বলেন, কোরআন শুনিতেই তাহার চেহারা উজ্জ্বল ও মেজাজ নরম হইয়া গেল এবং তাহার কোন কথা বলিবার পূর্বেই আমরা তাহার চেহারায় ইসলাম গ্রহণের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করিলাম। অতঃপর সা'দ বলিলেন, এই দ্বীন কবুল করিয়া মুসলমান হইতে তোমরা কি কর? তাহারা উভয়ে বলিলেন, গোসল করিয়া পবিত্র হউন এবং নিজ কাপড় পাক করুন। তারপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করুন। তিনি উঠিয়া গোসল করিলেন, কাপড় পাক করিলেন এবং কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। তারপর নিজ বর্শা

হাতে লইয়া কাওমের মজলিসের উদ্দেশ্যে চলিলেন। তাহার সহিত হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ)ও গেলেন। কাওমের লোকেরা তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিল, আমরা খোদার কসম করিয়া বলিতেছি যে, সা'দ তোমাদের নিকট হইতে যে চেহারা লইয়া গিয়াছিল উহার পরিবর্তে ভিন্ন চেহারা লইয়া তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিতেছে। হযরত সা'দ (রাঃ) তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, হে বনি আব্দিল আশহাল, তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের সরদার, রায় প্রদানে আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং স্বভাব চরিত্রে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিবে ততক্ষণ তোমাদের নারী পুরুষের সহিত কথা বলা আমার জন্য হারাম হইবে।

বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম, সন্ধ্যার পূর্বেই বনু আব্দিল আশহালের সমস্ত নারী পুরুষ মুসলমান হইয়া গেল। হযরত সা'দ ও মুসআব (রাঃ) হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর ঘরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে অবস্থান করিয়া লোকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকিলেন। ফলে আনসারদের প্রতিটি মহল্লায় নারী পুরুষ অনেকেই মুসলমান হইয়া গেলেন। শুধু আওস গোত্রের কয়েকটি মহল্লা যেমন, বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদ, খাতমাহ, ওয়ায়েল ও ওয়াকেফ বাকী রহিয়া গেল। এই সকল মহল্লায় তখনও কেহ মুসলমান হন নাই।

(বিদায়াহ)

তাবারানী গ্রন্থে ও আবু নাআঈম তাহার দালায়েলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলে তাহারা ঈমান আনয়ন করেন। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা 'আনসারদের ইসলামের সূচনা' এর বর্ণনায় সামনে আসিতেছে। অতঃপর আনসারদের নিজ কাওমের লোকদেরকে গোপনে দাওয়াত প্রদান এবং দাওয়াতের কাজের

www.BANGLAKITAB.com

জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠাইবার আবেদনের কথা ও উক্ত হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের নিকট হযরত মুসআব (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য একেকজনকে প্রেরণের বর্ণনায় এই বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তারপর হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) সহ বীরে মারাক (অর্থাৎ মারাক কূপের) নিকট অথবা উহার কাছাকাছি কোন এক জায়গায় আসিলেন। সেখানে বসিয়া তাহারা স্থানীয় লোকদিগকে খবর দিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা গোপনে আসিয়া তাহাদের নিকট সমবেত হইলেন। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) তাহাদের সম্পর্কে সংবাদ পাইয়া সশস্ত্র অবস্থায় বর্শা হাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি আমাদের এলাকায় এই নিঃসঙ্গ একা ও বিতাড়িত বিদেশীকে কেন লইয়া আসিয়াছ? আমাদের দুর্বল লোকদিগকে ভ্রান্তকথা বলিয়া বোকা বানাইতেছে এবং ভ্রান্তপথের দাওয়াত দিতেছে। আজকের দিনের পর আমি যেন তোমাদিগকে এই এলাকার আশেপাশেও না দেখি। এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই চলিয়া গেলেন। তারপর পুনরায় তাহারা বীরে মারাকের নিকট অথবা উহার কাছাকাছি এক জায়গায় সমবেত হইলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ও আবার খবর পাইয়া সেখানে আসিলেন এবং পূর্বাপেক্ষা একটু নরম ভাষায় তাহাদিগকে ধমকাইলেন। হযরত আসআদ (রাঃ) তাহার মধ্যে এই নম্রভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমার খালাতো ভাই! আপনি তাহার কথা শুনুন। যদি কোন খারাপ কথা শুনিতে পান

তবে তাহা অপেক্ষা উত্তম কথা আপনি বলিয়া দিবেন। আর যদি ভাল কথা হয় তবে আল্লাহর কথা মানিয়া লইবেন। হযরত সা'দ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি বলেন? হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) সূরা যুখরুফের প্রথম হইতে পড়িয়া শুনাইলেন।

حٰمٓ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ - اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

অর্থ ঃ হা–মীম, সেই সুস্পষ্ট কিতাবের কসম, আমি উহাকে আরবী ভাষায় কোরআন করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝ।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমি তো পরিচিত কথা শুনিতে পাইতেছি। অতঃপর তিনি সেখান হইতে ফিরিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাকে হেদায়াত দান করিলেন। কিন্তু তিনি আপন কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইবার পর নিজের ইসলামের বিষয় প্রকাশ করিলেন। কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তিনি বনু আব্দিল আশহালকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজের ইসলামকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ছোট–বড়, মেয়ে–পুরুষ কাহারো যদি ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তবে সে ইহা অপেক্ষা উত্তম দ্বীনের কথা বলুক, আমরা তাহা গ্রহণ করিব। খোদার কসম, এখন তো এমন এক (সত্য) বিষয় উদঘাটিত হইয়াছে যাহার জন্য গলা কাটানো যাইতে পারে। হযরত সা'দ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণে এবং তাহার দাওয়াতে বনু আশহালের কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত যাহারা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে বাকী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। আনসারদের ইহাই সর্বপ্রথম মহল্লা যাহার সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

এই হাদীসের বাকী অংশ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য একেকজনকে প্রেরণের বর্ণনায় উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং পরিশেষে ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, অতঃপর হযরত মুসাআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অর্থাৎ মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন।

www.BANGLAKITAB.com